

عرفات

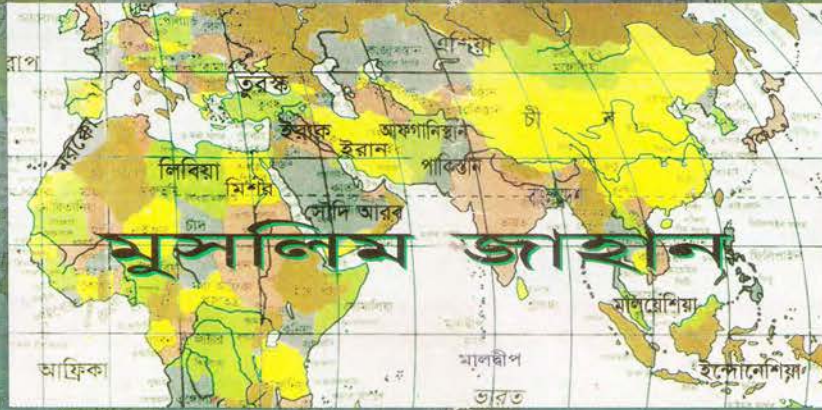
৪৭ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, সোমবার ৫ ডিসেম্বর - ২০০৫

সা প্তা হি ক

# আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতাঃ আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী (রহ)



এ সংখ্যার শিরোনাম

- ☐ যুগ্ম বিশেষণে স্রষ্টার কি চমৎকার পরিচয়
- ☐ আহলে হাদীসগণের আকিদাহ
- ☐ হাজ্জ - ওমরাহ





সাপ্তাহিক

প্রতিষ্ঠাকাল-১৯৫৭

# আরাফাত

মুসলিম সংহতির আত্মায়ক

ধর্ম সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

রেজি নং-ডি.এ. ৬০ প্রকাশ মহল : ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

৪৭ বর্ষ □ ১৭ সংখ্যা □ সোমবার □ ২ জিলকদ ১৪২৬ □ ২১ অগ্রহায়ণ - ১৪১২ □ ৫ ডিসেম্বর - ২০০৫

সম্পাদক মঞ্জুরী সভাপতি :

প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম

সম্পাদক :

মীর আব্দুল ওয়াহহাব লাভীব

সম্পাদনা পরিষদ :

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

অধ্যাপক মোবারক আলী

অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গয়নফর

ব্যবস্থাপনায় :

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক :

ইফতিখারুল আলম মাসউদ

মুহাম্মদ গোলাম রহমান

যোগাযোগ :

সাপ্তাহিক আরাফাত

৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৬৬৭০৫

মোবাইল : ০১৭৬-৭৮৮৬৪৪

ই-মেইল : arafat 5703@al-islam.com

THE EDITOR

THE WEEKLY ARAFAT

98, Nawabpur Road

Dhaka-1100

Phone : 9566705, 9136441

মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র

## সূচিপত্র

- |  |    |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> যুগ্ম বিশেষণে স্রষ্টার কি চমৎকার পরিচয় | ৫  |
| - প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান                               |    |
| <input type="checkbox"/> আহলে হাদীসগণের আকিদাহ                   | ৮  |
| - ড. মুহাম্মদ মোখলেসুর রহমান                                     |    |
| <input type="checkbox"/> নির্দেশিকা                              | ১২ |
| <input type="checkbox"/> সংবাদ পরিক্রমা                          | ১৫ |

পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহক বা এজেন্ট নম্বর ও  
পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করুন।

## কুরআন মাজীদ

('আম্মা-পারার ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুন নূর সালাফী

[সূরা হুমার ৪ হতে ৯ আয়াতের বঙ্গানুবাদ]

বাংলা উচ্চারণ :

৪। কাল্লা লাইয়াম বাযান্না ফিল হুতামা।

৫। ওয়ামা আদরাক মালুতামা?

৬। নারুল্লাহিল মুকাদা।

৭। আল্লাতী তাওলিউ 'আলাল আফয়িদা।

৮। ইন্নাহা 'আলায়হিম মুসাদা।

৯। ফী 'আমাদিম মুমাদাদা।

বাংলা অর্থ

৪। কখনও না, অবশ্যই সে নিষ্কিণ হবে 'হুতামায়'।

৫। আর তুমি কি অবহিত যে, সে হুতামা কি?

৬। ইহা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতান।

৭। যা হৃদয়গুলোকে স্পর্শ করবে।

৮। নিশ্চয় সে অনলে তাদেরকে ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে।

৯। দীর্ঘায়িত স্তম্ভ সমূহ আবদ্ধ (সে দ্বার)।

৪। "কাল্লা লাইয়াম বাযান্না ফিল হুতামা"।

লাইয়াম বাযান্না, 'নবয' ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে।

এর অর্থ কোন বস্তুকে নগণ্য মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া। 'হুতামা' 'হুতম' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

এর অর্থ, নিষ্পেষিত করা, চূর্ণ বিচূর্ণ করা। 'হুতামা' একটি জাহান্নামের নাম। এতে যে ধরণের ব্যক্তিকে

নিষ্কপ করা হবে তারা এ জাহান্নামের তলায় পৌঁছতে পৌঁছতে তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে।

যে সব ধনকুবের অর্থের প্রাচুর্যের জন্য নিজেকে বড়লোক মনে করে কিয়ামতের দিনে তাকে অত্যন্ত

ঘৃণার সাথে 'হুতামা' নামক জাহান্নামে নিষ্কপ করে তার দর্প ও অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে।

৫। পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি কি

অবহিত 'হুতামা' কি?

৬। ছয়, নম্বর আয়াতে আল্লাহ নিজেই সে জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করে বলেছেন, এটি আল্লাহর জ্বলন্ত ও

প্রচন্ড উত্তপ্ত আগুন। কেবলমাত্র এ আয়াতে জাহান্নামকে "আল্লাহর জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুন" বলা

হয়েছে। অন্য কোথাও বলা হয়নি। এর দ্বারা

দোষখের আগুনের ভয়াবহতা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে।

এখানে আরো জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, অর্থ সম্পদের

প্রাচুর্যের জন্য যারা অহংকারী তাদেরকে আল্লাহ ঘৃণা

করেন। তাই তিনি তাদের প্রতি কঠোর হয়ে তাঁর

আগুনে তাদেরকে নিষ্কপ করে অপমানিত ও

নিষ্পেষিত করবেন এবং সে উত্তপ্ত আগুনে অনন্তকাল

পর্যন্ত জ্বলাইতেই থাকবেন।

৭। "আল্লাতী তাওলিউ 'আলাল আফয়িদাহা" যে

আগুন অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। 'তাওলিউ' অর্থ

উদিত হওয়া, পৌঁছে যাওয়া বা অবহিত হওয়া।

'ফুওয়াদ' এর বহুবচন 'আফয়িদা'। এর অর্থ দিল,

অন্তঃকরণ বা হৃদয়। তবে বুকের মধ্যে

সদাস্পন্দনময় হৃৎপিণ্ডকে ফুওয়াদ বলে না। তাই

এখানে ফুওয়াদ বলতে মানুষের অনুভূতি আবেগ,

কামনা, বিশ্বাস, চিন্তাধারা, ইচ্ছা ও মন

মানসিকতাকেই ফুওয়াদ নামে অবহিত করা

হয়েছে। এ আয়াতের তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করলে

প্রতীয়মান হবে যে, কৃপণতার মনের আগুনে জ্বলে

মরবে যখন সে দেখবে তার সংগৃহীত অর্থ কোন

কাজেই লাগছে না। বিপদের সময় কাজে লাগার

জন্য কৃপণতা করে যে অর্থ সংগ্রহ করেছিল, সেটাই

তার সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে বলা

হচ্ছে, আল্লাহর সে আগুন পাণ্ডিত্য আত্মার যে অন্ত

রকে স্পর্শ করে তার পাপের পরিমাণ অনুপাতে

শাস্তি প্রদান করবে।

৮। "ইন্নাহা 'আলায়হিম মু 'সাদা ফী 'আমাদিম

মুমাদাদা" নিন্দুক ও কৃপণকে আল্লাহর যে আগুনে

নিষ্কপ করা হবে, সে আগুন তাদেরকে পরিবেষ্টিত

করে ঢেকে রাখবে। সেটা হবে তাদের পক্ষে

রুদ্ধদ্বার। আবার সেটাও উঁচু স্তম্ভে পরিবেষ্টিত হবে।

শেষের আয়াত দুটো রূপকভাবে বর্ণিত আগুনের

ভীষণ স্বরূপ প্রকাশ করছে।

ভাবার্থ : যে সকল লোক সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে

পরনিন্দা চর্চা করে এবং সাক্ষাতে লোকদের অপমান

করে তারা প্রত্যেকেই সর্বনাশকর পরিণতি প্রাপ্ত

হবে। (এই শ্রেণীর) মানুষেরা ধনসঞ্চয় করে এবং

(ন্যায় ও কর্তব্য কর্মে ব্যয় না করে) তা গুণে গুণে

রাখে। (কারণ) সে মনে করে যে তার এ সম্পদ

তাকে (এ সকল পাপের শোচনীয় পরিণাম থেকে

রক্ষা করে পার্থিব জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দে) চিরস্থায়ী

করে রাখবে। (কিন্তু আল্লাহর ন্যায় শাসনে এটা তার

দ্রাস্ত ধারণা) এরূপ হতেই পারে না। (বরং) তাকে

(কৃপণতা ও পরনিন্দার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ)

অবশ্যই (হুতামায়) নিষ্কপ করা হবে। আর

হুতামার (ভীষণ শাস্তি সম্বন্ধে) তুমি কি অবগত?

(সেটা হচ্ছে) আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত (নরকের ভীষণ)

হুতান। যে হুতান মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে

(শাস্তি দিয়ে থাকে)। অবশ্যই যে অনল শিক্ষা তাদের

পক্ষে রুদ্ধদ্বার পরিবেষ্টিত। (তার শিক্ষা ও উত্তাপের

সামান্য অংশও বের হতে পারে না। ভিতরে ভিতরে

জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। ঐ দ্বারগুলো আবার)

দীর্ঘায়িত স্তম্ভের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। (সুতরাং

তার থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই)।

এ সূরার শিক্ষণীয় বিষয় : নিন্দুক ও অপমানকারী

ধনি লোকেরা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নানা

উপায়ে অর্থ শোষণ করে নিজেদের ধনাগারগুলোকে

ভর্তি করে রাখে। তাদের ধনরাশির ক্রম বৃদ্ধির সাথে

সাথে সমাজের দুঃখ দৈন্যের মাত্রাও বেড়ে যেতে

থাকে। পরিশেষে দারিদ্র ও অভাবের শোচনীয়তা

যখন ধৈর্য ও সহ্যের বাইরে চলে যায়, তখন

সমাজের সাধারণ মানুষেরা ধনীদেব বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত

হয়ে উঠে। ফলে নানাবিধ বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ ও অশান্তির

সৃষ্টি হয়ে থাকে। ধনিক-বনিক শ্রেণীর শোষণের

ফলেই সমাজ বিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাকে। রাশিয়ার

সমাজ বিপ্লব, চীনের সমাজ বিপ্লব ও অন্যান্য

দেশের সমাজ বিপ্লব এরূপ পরিস্থিতি থেকে

সংঘটিত হয়েছে। এসকল বিপ্লবের ফলে পরিণামে

ধনীদেবই সর্বনাশ হয়ে থাকে। তাই সময় থাকতেই

সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে পরনিন্দা এবং কৃপণতা

থেকে বিরত থেকে অর্থের সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেকের

আও কর্তব্য।



# সহীহুল মুসলিম

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ)

মুকাদ্দামা

[পূর্ব প্রকাশের পর]

এদের বর্ণিত হাদীস সম্পূর্ণ সংকলনের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা এমন হাদীস বর্ণনা করব, যারা বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ প্রথম স্তরের রাবীদের অনুরূপ মেধা, স্মৃতিশক্তি ও সুখ্যাতির অধিকারী নন। এরা প্রথম স্তরের রাবীদের সমান মর্যাদা সম্পন্ন না হলেও এদের দোষত্রুটি প্রকাশ পায়নি এবং সত্যবাদী ও হাদীসের রাবী হিসেবে এরা স্বীকৃতি লাভ করেছেন। হাদীস বিশারদগণ এদের কাছে নির্দিষ্ট ইলম হাসিল করেছেন। যেমন আতা ইবন সাযিব, ইয়াযীদ ইবন যিয়াদ ও লাইস ইবন আবু সুলাইম এবং এ ধরনের অন্যান্য রাবী। এ ধরনের রাবীগণ যদিও জ্ঞান, চরিত্র ও যোগ্যতার দিক থেকে আলিমদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু তারা সমকালীন সিকাহ রাবীদের সম-মর্যাদার অধিকারী নন। হাদীস-বিশেষজ্ঞদের কাছে এই স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা, উন্নত মর্যাদা ও উত্তম বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ড। উপরোক্ত তিন জন অর্থাৎ আতা, ইয়াযীদ ও লাইসকে মানসুর ইবন মু'তামির, সুলাইমান আল-আ'মাশ ও ইসমাঈল ইবন আবু খালিদের সাথে হাদীস সংরক্ষণে দৃঢ়তা ও মজবুতির মানদণ্ডে তুলনা করলে দেখা যাবে তাদের মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা মানসুর আ'মাশ ও ইসমাঈলের ধারেকাছেও পৌঁছাতে সক্ষম নন। নিঃসন্দেহে মানসুর, আ'মাশ ও ইসমাঈলের স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে যতখানি প্রসিদ্ধ, আতা, ইয়াযীদ ও লাইসের ক্ষেত্রে ততখানি নয়। ইবনে আওন ও আইউব সাখতিয়ানীকে সমকালীন রাবী আউফ ইবন আবু জামীলা ও আশ'আস হুমরানীর সঙ্গে তুলনা করলে মর্যাদা ও নির্ভুল বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে

যথেষ্ট তারতম্য দেখা যাবে। অথচ ইবন আওন ও আইউব এবং আউফ ও আশ'আস চারজনই হাসান বসরী ও ইবন সীরীনের শাগরিদ। হাদীস বিশেষজ্ঞদের শেযোক্ত দুজনও সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার। কিন্তু প্রথমোক্ত দু'জনের সঙ্গে এ দু'জনের মর্যাদার পার্থক্য অনেক। আমরা এখানে কয়েকজন রাবীর নাম উল্লেখ করে উপমা পেশ করছি। হাদীস-বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন দিক থেকে যে মর্যাদাগত ও যোগ্যতার তারতম্য রয়েছে, তা যিনি জানেন না এ দৃষ্টান্ত তার জন্য পথনির্দেশ হিসাবে কাজ করবে। ফলে তিনি উচ্চমর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে খাটো করে দেখবেন না এবং নিম্ন-মর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁর উপরে স্থান দেবেন না, বরং প্রত্যেককে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দিয়ে স্বীয় মর্যাদায় সমাসীন রাখবেন। আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রত্যেককে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেই। বিষয়টি কুরআনের এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। ইরশাদ হচ্ছে - “প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছে এক মহাজ্ঞানী।” (সূরা ইউসুফ : ৭৬) তোমার অনুরোধে আমরা উল্লেখিত শর্ত সামনে রেখে রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস সংকলন করব। কিন্তু হাদীস বিশারদদের অধিকাংশ কিংবা তাঁদের সবাই যেসব রাবীর সমালোচনা করেছেন বা দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করেছেন কিংবা তাদের মিথ্যাচারী বলে উল্লেখ করেছেন, আমরা এদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করব না। যেমন আব্দুল্লাহ ইবন মিসওয়্যার আবু জা'ফর আল-মাদায়িনী, আমর ইবন খালিদ, আব্দুল কুদ্দুস শামী, মুহাম্মদ ইবন সাঈদ আল-মাসলুব, গিয়াস ইবন ইবরাহীম, সুলায়মান ইবন 'আমর, আবু দাউদ নাখঈ এবং এদের মতো আরও অন্য রাবীগণ। এদের বিরুদ্ধে

ভূয়া হাদীস বর্ণনা করার এবং মনগড়া হাদীস রচনার অভিযোগ রয়েছে। আর যাদের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার পরিপন্থী (মুনকার) অথবা ভুল প্রমাণিত হয়েছে তাদের বর্ণিত হাদীসও আমরা গ্রহণ করব না। [ইমাম মুসলিম (র) মুনকার হাদীসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন] : মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীসের নিদর্শন এই যে, কোন রাবীর বর্ণনাকে কোন স্মৃতিধর এবং সর্বজনবিদিত রাবীর বর্ণনার সাথে তুলনা করলে, যদি দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত রাবীর বর্ণনা শেযোক্ত রাবীর বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরোধ কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসামঞ্জস্য রয়েছে, সেরূপ হাদীসকে মুনকার হাদীস বলা হয়। সুতরাং যদি তার অধিকাংশ বর্ণনাই এরূপ হয়, তা হলে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রয়োগযোগ্যও নয়। এ পর্যায়ের রাবীদের মধ্যে রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাররিব, ইয়াহইয়া ইবন আবু উনাইস, আল জাররাহ ইবন মিনহাল আতুফ, আব্বাদ ইবন কাসীর, হুসাইন ইবন আব্দুল্লাহ ইবন যুমাইরা, উমর ইবন সুহবান এবং তাদের অনুরূপ মুনকার হাদীস বর্ণনাকারিগণ। অতএব আমরা এদের বর্ণিত হাদীসের প্রতি দ্রষ্টব্য করব না এবং তাদের হাদীস বর্ণনাও করব না। একক রাবীর বর্ণনা সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাদের যে মাযহাব জানা গেছে, তা হলেঃ যে হাদীসটি মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি যদি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ এবং হাফিজুল হাদীস রাবীদের সাথে পূর্ণত অথবা অংশত শরীক থাকেন এবং তাঁদের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রতি যত্নবান হন, তাঁর বর্ণিত হাদীসে যদি কিছু অতিরিক্ত অংশ থাকে যা তাঁদের বর্ণনায় নেই, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

[চলবে]



## একমুখী শিক্ষা - একটি পর্যালোচনা

সরকার আগামী জানুয়ারী থেকে দেশের মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে। দেশে প্রচলিত ত্রিধারা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করে একমুখী শিক্ষা প্রচলন নিয়ে বিভিন্ন মহলে চলছে নানা প্রকার বিতর্ক। মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান এই তিন ধারা শিক্ষা আমাদের দেশে চালু ছিল। ছাত্রছাত্রীরা নবম শ্রেণী থেকেই যার যা মেধা ও পছন্দমত তাদের নিজ নিজ বিভাগ বেছে নিত। পরবর্তীকালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর একজন ছাত্র বা ছাত্রী তাদের পছন্দমত উচ্চ মাধ্যমিকের বিষয় নির্বাচন করে নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করত। কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষায়িত শিক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকেনা। সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক একই ধারার সিলেবাস একই সঙ্গে পড়ানো হবে বলে জানা গেছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. গাজী আহসানুল কবীর একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী আখ্যা দিয়ে বলেন এই ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা সার্বিক শিক্ষাটাই পাবে। অপর পক্ষে একমুখী শিক্ষা জাতীয় প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেন একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে এক প্রকার উঠিয়ে দেয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করে বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষাকে এমনভাবে সঙ্কুচিত করা হয়েছে যে এস এস সি পাশ করার পর ছাত্রছাত্রীরা আর বিজ্ঞান পড়তে পারবেনা। কারণ এস এস সি পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান বিষয়ে যে সীমিত জ্ঞান অর্জন করবে তা দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগে পড়া দুরূহ ব্যাপার হবে। এব্যাপারে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে মোটেই সঙ্কুচিত করা হয়নি বরং এস এস সি ও এইচ এস সিতে অনেক পুনরাবৃত্তি রোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। তাছাড়া এস এস সি পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর উঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। অপর পক্ষে বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ে ক্রান্তরূমে হাতে কলমে শেখানো হবে বলে বলা হচ্ছে। পাশাপাশি নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষকদের হাতে ৩০ নম্বর রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ড. জাফর ইকবাল বলেন, এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের হাতে জিম্মী হয়ে পড়বে।

মোটকথা সারা দেশ এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নানা প্রকার মতামত বিদ্যমান আছে। এই নতুন ব্যবস্থা ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রচারণা ছাড়াই চালু করা হচ্ছে। দেশের শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনা ছাড়াই শুধুমাত্র আমলাদের নিয়ে কমিটির মাধ্যমে কোন নতুন ব্যবস্থা চালু করা সমীচীন হবেনা বলে আমরা মনে করি। যে কোন নতুন পদ্ধতি চালু করতে হলে সেটা নিয়ে ব্যাপক জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা এই দেশে প্রচলিত ছিল। তারপর তদানন্তিন সামরিক সরকার এই ত্রিধারার শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে চালু করেন। দীর্ঘদিন এই শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের শিক্ষক ছাত্র এবং অভিভাবকগণ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কাজেই নতুন কোন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হলে সেটা নিয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনা ও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। তাছাড়া নতুন ব্যবস্থা নিয়ে একটা জনমত যাচাইয়েরও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষা হচ্ছে জাতীর মেরুদণ্ড। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে শুধুমাত্র মন্ত্রণালয় বা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তকের কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর না করে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষকদের মতামতকেও গুরুত্ব দেয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। যে সমস্ত শিক্ষকগণ দীর্ঘদিন যাবত এই শিক্ষা ছাত্রদের মাঝে দিয়ে আসছেন তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করা দু' চারজন শিক্ষককে কর্মশালায় ডেকে নিয়ে এসে মগজ ধোলাই করলেই হবেনা বরং নিতে হবে বাস্তবানুগ কার্যক্রম। এছাড়া এ কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করতে সরকার এ পর্যন্ত প্রায় ২০ কোটি টাকা খরচ করেছে। শুধু টাকা খরচ করলেই যে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায়না বরং কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন আন্তরিকতা এবং বাস্তব কর্মপন্থা।

এমনিতেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মান নিয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন রয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকরা বিদেশে যেয়ে তাদের ডিগ্রীর মান নিয়ে নানা সমস্যায় নিপতিত হয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের শিক্ষকরা অনেক পিছিয়ে আছে। উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষার মানের অনেক ফারাক। কাজেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আরও উন্নত করা একান্ত দরকার। আশ্য আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম কিন্তু বেশ মেধা সম্পন্ন। তারা বিদেশে গিয়েও তাদের মেধার প্রমাণ দিচ্ছে। এবং বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানে তারা তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে। পাশাপাশি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা দানের যে ব্যবস্থা রয়েছে সে ব্যাপারেও আমাদের ভেবে দেখা দরকার। নৈতিক শিক্ষা বিবর্জিত কোন শিক্ষার দ্বারা কোন জাতির নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ জন্য আমাদের শিক্ষার সকল স্তরে নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে ভেবে দেখার আহ্বান জানাই। একটি উন্নত নৈতিক মানের জাতি গঠনের লক্ষ্যে আমাদেরকে সেই কর্মসূচী নিয়ে এগনো দরকার বলে আমরা মনে করি।



## যুগ্ম বিশেষণে স্রষ্টার কি চমৎকার পরিচয়

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

[পূর্ব প্রকাশের পর]

ক্ষমতার উৎস, শক্তির উৎস, আবিষ্কারের উৎস, পদার্থের উৎস, আলোর উৎস, শব্দের উৎস, গতির উৎস, তাপের উৎস— সকল উৎসের উৎস কার হুকুমে উৎসারিত? তিনিই তো 'প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ'। বস্তুর নাম, গুণ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কে শিখালো, কে জানালো? তিনিই তো 'মহাবিজ্ঞানী সর্বজ্ঞ'। কেউ দু পায়ে চলবে মাথা উচু করে, কেউ চার পায়ে চলবে মাথা নিচু করে, কেউ বুকে হেঁচড়ে চলবে, কেউ লাফিয়ে চলবে, কেউ বাতাসে পাখা বিস্তার করে সাঁতার কাটবে, কেউ পানিতে পাখা দু'লিয়ে সাঁতার কাটবে, কেউ পানির উপর ভেসে চলবে, কেউ কিছুক্ষণ পানিতে কিছুক্ষণ মাটির উপরে থাকবে আবার কেউ মাটির উপরে উঠলে মারা যাবে আবার কেউ পানির মধ্যে থাকলেই মারা যাবে— এই যে নানা প্রকৃতির জীবন বৈচিত্র্য-কে দিল তার জীবন ধারায়? কেউ জন্মাচ্ছে আর মরছে— মুহূর্ত কালেই, আবার কেউ নয় মাস ছয় মাসের মধ্যে শেষ। আবার কেউ শত সহস্র বছরও কালের সাক্ষী হয়ে জীবন নিয়ে টিকে আছে— এ পরিমাণ কে নিধারণ করল? তিনিই "উত্তম রক্ষক সর্বজ্ঞ"।

যিনিই আদি মানব আদমকে সহীফা দিয়ে পথ নির্দেশ করলেন, তিনিই নূহ, ইবরাহীম, মূসা, দাউদ, ঈসাকে দিলেন তাঁরই বাণী সম্বলিত কিতাব। আর সব কিতাবের শ্রেষ্ঠ সারবস্ত্র নিয়ে কিতাবশ্রেষ্ঠ কুরআনুল মাজিদ নাযিল করলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূলের প্রতি। আশ্চর্য, মহাবিস্ময় এই কুরআন যার বিষয় বস্তু যে কোন মানুষের সুন্দর চিন্তার অনুপম খোরাক মৌজুদ। এখানে ইরাম জাতির

মজুবত ইমারত আর মাকড়সার জাল যে দুর্বলতম ঘর তাও উল্লেখ করতে বাদ পড়েনি। মৌ মাছির মধু সঞ্চয়, পিপিলীকার খাদ্য সঞ্চয় আর হস্তী বাহিনীর বিপর্যয় ক্ষুদ্রে পাখি আবাবীলের দ্বারা— সেটাও বাদ পড়েনি। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, ধূম্র, আলো, বিজলী, বাতি, আর তাপ বিদ্যুৎ শব্দের উৎসের সন্ধানও বাদ পড়েনি। জলভাগ স্থলভাগ খনিজ পদার্থ এবং বায়ু প্রবাহের তথ্যের সন্ধানও দিয়েছে এখানে। পৃথিবীতে কত জাতি এলো, কত সভ্যতার সূচনা ও ধ্বংস হল, কত জনপদ আবাদ হল, কত শহর নগর জনপদ বরবাদ হল তাও উল্লেখ করা হল এখানে। কে এসব সমুদয় তথ্য বিন্যাস করলেন? তিনিই 'সর্বশ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী'। একত্রে বসে যদি দশজন একই সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে শুরু করে দেয় তবে কি কেউ কারো কথা শুনতে পারে? একজন বাড়ীতে অন্য জন্য ঐ দূরের শহরে বা নদীতে বা অফিসে বা ক্ষেত খামারে কথা বলছে— বাড়ীর লোক কি তা শুনতে পায়? অথচ এ পৃথিবীতে প্রতিটি দেশ মহাদেশ ও জনপদে যে কোটি কোটি মানুষ একই সঙ্গে একত্রে অথবা প্রান্তে প্রান্তরে নগর শহর বন্দরে গ্রাম নদ নদী বনানী আর ক্ষেত খামারে যা কিছু বলছে, করছে, সবই তো ঐ একজনই শুনছেন, দেখছেন এবং তা লিপিবদ্ধ করছেন— তিনি কে? তাকে কি আমরা চিনি? তিনিই 'সর্বজ্ঞ শ্রোতা ও দ্রষ্টা'। কোটি কোটি পতঙ্গ জীবজন্তু মানব দানব প্রাণীকুল যাদের খাদ্য, পরিমাণ, মান, প্রয়োজন একে বারেই ভিন্— কে তার নিত্য যোগান দেয়? প্রতি মুহূর্তে সকলের নিকট পৌঁছায়? ঐ যে ক্ষুদ্র

পিপিলীকা পিল পিল করে আহর্নিশি ব্যস্ততায় ছুটছে— আবার বিশাল বপুধারী হস্তী জলহস্তী জিরাফ জীবন নিয়ে বছর পার করছে— কে তাদের রক্ষা দেয়? ওরে জীবকুল শ্রেষ্ঠ মানব— ভেবেছ কি তিনি কে? তিনিই তো 'অভাব মুক্ত প্রশংসিত'। তিনিই তো সেই মুখাপেক্ষীহীন আল্লাহ। পৃথিবীতে কত বৃক্ষ তৃণলতা এবং কত তাদের পত্র পল্লব তা কি হিসেব করে বলা যাবে? ঐ অগণন পত্র পল্লব যা নড়ছে কোনটা কোথায় কখন কেমনভাবে তারও খবর যিনি রাখেন— তিনি কত সূক্ষ্মদর্শী কত প্রজ্ঞাবান সর্বব্যাপী মহাজ্ঞানী, তিনিই তো 'সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ'। প্রতিটি মানুষের নিকট যে ফিরিশতা মন্ডলী সর্বদা বেঁটন করে আছে, যে ফিরিশতাগণ সৃষ্টির সেবার কাজে নিয়োজিত, যারা আসমান ও যমীনের সংবাদ সংগ্রহে, রহমত কামনায় আর জন্ম মৃত্যুর পরোয়ানায় নিয়োজিত, প্রতিটি আসমানে, সিদরাতুল মুনতাহায়, বাইতুল মামুর আর জাহান্নাম ও জান্নাতে, কবরে, ও রুহ পরিবহণে নিয়োজিত তাদের সংখ্যাই বা কত? কে তাদের অভিভাবক— কে তাদের নিয়ন্ত্রক? সকল জীব ও প্রাণীর কে মালিক আর অভিভাবক? ঐ শুনুন, তিনিই 'সর্বজ্ঞ সর্বজান্তা' 'উত্তম রক্ষক সর্বজ্ঞ'। একজন চুরি করল, ডাকাতি করল, ছিনতাই করল, যেনা করল, ধর্ষণ করল, মিথ্যা বলল, মদ খেল, জুয়া খেলল, সুদ খেল, ঘুষ খেল, কেউ ধরা পড়ল না, বিচার হল না। কিন্তু একজনই জেনেছেন, দেখেছেন, হিসাব রেখেছেন— বিচার হতে রেহাই নেই— তিনিই মহাবিচারক, বিচারকের বিচারক তিনিই 'বিচারকের শ্রেষ্ঠ



বিচারক' হিসাব গ্রহণে তৎপর সেই আল্লাহ'। পৃথিবী আল্লাহর, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। পৃথিবীতে যত উপকারী বস্তু, পদার্থ আছে সবই আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত। এর সৃষ্টির পিছনে মানুষের কোন হাত নেই। তবে মানুষ কেন এগুলি অন্যায়ভাবে হাতিয়ে নেবে। কেন এগুলি অপচয় অপব্যয় অপব্যবহার করবে? কেন সৃষ্টি প্রদত্ত আইন মাফিক এ গুলির যথাযথ ব্যবহার করবেনা। যখন কোন কওম বা জাতি নেয়ামতের না শোকর করেছে, সৃষ্টির আইনকে ভেঙ্গে চুরমার করেছে। তাগুতের বন্দনা শুরু করে বিপর্যয় সৃষ্টিতে মেতে উঠেছে তখনই গযব, বালা, মসিবত এসে ব্যাপক ধ্বংস সাধন হয়েছে। কেননা তিনিই মালিক অথচ তার মালিকানার স্বীকৃতি না দিয়ে অন্যকে মালিক সাজিয়ে তার দাসত্ব করাকে কেন তিনি বরদাশত করবেন? রোগ, প্লাবন মহামারী, অভাব অনটন, ফিতনা, ফ্যাসাদ, গোলযোগ, ভূমিধ্বস, ভূমিকম্পন জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন টর্নেডো, ঝড় ঘূর্ণি ঝড়ে জনপদ বিধ্বস্ত হয়েছে। তিনিই 'মহাপরাক্রমশালী দণ্ডাতা'।

তার ক্ষমতা শক্তির পরিমাণ যথার্থ রূপে পরিমাপ করতে বনি আদম ব্যর্থ। তাই কোন কিছুর মধ্যে শক্তির স্কুরণ ঘটলেই তাকে প্রভু বলে প্রণাম করতে এতটুকু লজ্জা বোধ হয় না। এটা পারেন, এটা পারেন এমন শক্তির আধার দেখলেই ভক্তির জোয়ার উথলে উঠে। গাছ, মাছ, পীর, ফকির, দরগাহ, খানকা, মাজার, গোর কোনটা বাদ পড়ে না মানত নয় নেওয়াজ কুরবানি নিয়ে প্রার্থনা জানাতে। এ সব কান্ড কারখানা দেখে সৃষ্টা মহান আরশ অধিপতি অবাক হন। কত বড় স্পর্ধা তারই দুর্বল এই সৃষ্টির। প্রবল প্রতাপাশ্রিত ক্ষমতাপ্রিয় রবুল আলামীন আসমান ও জমিনব্যাপী তার আরশে সমাসীন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। কোন যুক্তি, কোন বুদ্ধি, কোন গবেষণা,

কোন ফিকহী ইসতিমবাতের কোনই প্রয়োজন নেই- আল্লাহ কোথায় এ প্রশ্নের উত্তর পেতে। ঐ শুনুন তাঁরই পবিত্র কালামে তিনি সজোরে সরবে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছেন- তিনি 'মহান আরশ অধিপতি'। তিনিই 'সম্মানিত আরশ অধিপতি' তিনি আরশাধিপতি মহাসম্মানিত।' এমন আরশাধিপতিই তো আমাদের এই আসমান ও যমীনবাসীর কেবলমাত্র, শুধুমাত্র একমাত্র অভিভাবক- যা তিনি নিজেই জানিয়ে দিচ্ছেন- তিনিই অভিভাবক প্রশাংসা সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক মহান আরশাধিপতি ব্যতীত আর সমস্ত আরোপিত, অর্পিত, আলোচিত, মিথ্যা, নকল অভিভাবকরা অথর্ব ভন্ড, ভুপুর্। মহান আল্লাহই চিরসত্য চিরঞ্জীব, অনন্ত, অনাদি, অক্ষয় অব্যয় এবং সমস্ত মানব দানব পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ রক্ষলতা, গ্রহ তারার কল্যাণকামী সদাজগত নিদ্রাতন্দ্রামুক্ত প্রকৃত অভিভাবক, আশ্রয় স্থল সাহায্যকারী অভাবমুক্ত। কেননা তিনিই ঘোষণা দিচ্ছেন- نعلم المو لى ونعم النصير. 'সর্বোত্তম অভিভাবক সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী'। শক্তি ও ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক মুখতার তিনিই। যেখানে কোন জীব বা প্রাণীর কোন ইখতিয়ার নেই নিজের ভালমন্দ করার, ক্ষমতা নেই অপ্রীতিকর হলেও মৃত্যু রহিত করার, প্রবল কামনা থাকলেও ইচ্ছা মাফিক জন্মানের। তাই তো একান্ত অসহায়ভাবে একান্ত প্রিয়জনকে বিদায় দিতে হয় বেদনাসিক্ত সাক্ষা নয়নে মৃত্যুর পরশে। কেউ ঠেকাতে পারে না এ নশ্বর জেন্দেগীর ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীবাসীকে। তাহলে সকলের উপর যিনি লয় ক্ষয় শূন্য অবিনশ্বর শক্তিমান- তিনিই তো সর্বময় নিরংকুশ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। কেননা তিনিই ঘোষণা করছেন- 'তিনি আল্লাহ সর্ব বিষয়ে কর্ম বিধায়ক'। নিশ্চয় আল্লাহ সকলের

উপর ক্ষমতাবান।" তিনিই 'সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ'। 'ক্ষমতাবান পরাক্রমশালী'। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে কত মানুষ না সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, সীমালংঘন করেছে, বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, ফিতনা ফাসাদ, গোলযোগ করেছে, না শোকরী করেছে অথচ কি অসীম সহনশীল দয়াময় তিনি- তাদের কারো রুখী বন্ধ করছেন না। কামনা বাসনার দরজা বন্ধ করছেন না। সন্তান সম্পদ মান ইজ্জত কিছুই রক্ষা করে দিচ্ছেন না। ঐ আসমান তাদের ছায়া দিচ্ছে, ঐ চন্দ্র সূর্য তাদের আলো দিচ্ছে, ঐ বাতাস-পানি সবই তাদের নিকট অব্যাহত। তাদের যমীনে ফসল ফলছে তাদের বৃক্ষে ফল দিচ্ছে, তাদের গাভী দুধ দিচ্ছে তাদের খাল পুকুর ঘেরবেড়ীতে মাছ তৈরী হচ্ছে- কিছুই বন্ধ নেই- সবই সেই মহান করুণাময় যোগান দিয়েই চলেছেন- তাই তো তিনি عزيز الغفور. خير الغفرين. حليم الرشيد. عليم غفور شكور. غفور الودود. 'সম্মানিত ক্ষমাশীল,' 'শ্রেষ্ঠতম ক্ষমাশীল,' 'সর্বোত্তম সহনশীল,' 'সর্বজ্ঞ ধৈর্যশীল,' 'প্রশংসিত ক্ষমাশীল,' 'ক্ষমাশীল প্রেমময়' 'তাওবা গ্রহণ কারী প্রজ্ঞাময়'।

যিনি যত বড় নিরীশ্বরবাদী হোন, সৃষ্টির সত্ত্বিত্ত্ব অবিশ্বাসী নাস্তিক হোন, প্রভাবশালী মহারাজা প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট, আমীর, বাদশাহ হোন, বা দেবদেবী হোন- দুনিয়াতে যত হাত পা ছুড়াছুড়ি করুন না কেন সকলকে প্রাণটা শেষপর্যন্ত সপে দিতে হবে সেই আল্লাহর নিকট যিনি জীবন মৃত্যুর মালিক। তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে যত আফালন করা হোক না কেন প্রগতির নামে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নামে।

অবয়বশূন্য রুহ যেখান থেকে এসেছিল যার হুকুমে তাঁরই হুকুমে তার জন্য নির্ধারিত স্থানে ফিরে যেতে



হবে আবার সেই রূহকে অবয়বশূন্য ভাবে। কিন্তু এবার তার অর্জন তাকে তার ঠিকানা বলে দিবে- ইল্লিন না সিজ্জিন। এর থেকে নিষ্কৃতি বা নিস্তার নেই কোন মানুষের। কত চমৎকারভাবে স্রষ্টা তার ক্ষমতার বিবরণ পেশ করেছেন সূরা হাদীদে : আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই ও তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি আদি তিনি অন্ত তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। তিনি ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও যাকিছু আকাশে উঠে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন- তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহর দিকে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি রাতকে প্রবেশ করান দিবসে আর দিনকে প্রবেশ করান রাতে এবং তিনিই অন্ত যামী। হাদীদ : ১-৬।

সূরা হাশরে আল্লাহ তাঁর পরিচয় এ ভাবেই জানিয়ে দিচ্ছেন - তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তিনি দয়াময় কৃপাধিধান। তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল তিনিই সর্বোত্তম মহিয়ান। ওরা যাকে শরীক করে- আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও

মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তারই সকল উত্তম নাম। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় মহাবিজ্ঞানী। হাশর : ২২-২৪।

সূরা বাকারাহ হতে আল্লাহর গুণাবলী এভাবেই ইরশাদ হচ্ছে :- আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব- সর্ব সত্তার ধারক, তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তারই। কে সে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তার নিকট সুপারিশ করবে? তার সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া জ্ঞানের আর কিছুই তারা আয়ত্ত্ব করতে পারে না। তার কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত, এদের রক্ষণা বেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না; তিনি মহিয়ান শ্রেষ্ঠ। বাকারাহ : ২৫৫

আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতার কথা সূরা আল ইমরানে এভাবেই জানিয়ে দেয়া হচ্ছে- বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা অর্পণ কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা তা কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি শক্তিশালী কর আর যাকে ইচ্ছা হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে শক্তিমান। তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর আর দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম জীবন উপকরণ দান কর। আল ইমরান : ২৬-২৭

এমনিভাবে আল্লাহ তার সামগ্রিক পরিচয় ব্যক্ত করেছেন সমগ্র কুরআনুল কারীমে- কোন সময় একক সিফাতে, কোন সময় যুগ্ম সিফাতে, কোন সময় ক্রমাগত একাধিক সিফাতে। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে কত

চমৎকারভাবে একটা সিফাতের সাথে আর একটা সিফাতের সংযোজন করে তিনি নিজেকে ব্যক্ত করেছেন তারই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের চিন্তা চেতনার দ্বারা। বিশেষণে বিশেষণ এমনভাবে প্রয়োগ যা তাঁরই জন্য শুধুমাত্র শোভনীয়। শব্দচয়ন, বাক্য বিন্যাস আর বিষয় বস্তুর উপলব্ধির জন্য তিনি যা কিছু করতে পারেন তারই বর্ণনা করে বলেছেন- তিনিই সবকিছু- "হও বলেই হয়ে যায়" এমন সর্বশক্তিমান তিনি। যে বিজ্ঞান পরিমাপ করল শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল আর আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কি. মি. সেখানে তারা যত দ্রুত শক্তি সম্পন্ন নভোযান আবিষ্কার করে মহাকাশ পানে পাড়ি জমাচ্ছে কিন্তু ঐ সুদূর আকাশের কূল-কিনারা কোথায় তা বলতে পারছেননা- অথচ সেই মহাকাশের স্রষ্টা শব্দ ও আলোর স্রষ্টা, মাটির মানব শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (সা) কে যমীন থেকে বোরাকে চড়িয়ে সপ্ত আকাশ ভেদ করে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছে দিলেন। সেই বোরাকের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে কত ছিল? আর কেমন কভাবে তিনি ঐ বোরাক নামক নভোযানে চড়ে সুস্থ সুন্দর ভাবে আকাশভেদ করে ছুটে গেলেন মহান আরশাধিপতির নিকট? সব হিসাব এখানে স্তব্ধ হয়ে যায় আর বিস্ময় বিমূঢ়চিত্তে ঘোষণা করতে হয় হে প্রভু তুমিই

حكيم حميد- خلق عليم- هادي ونصير-  
عليم حكيم- ولي الحميد

মহাবিজ্ঞানী প্রশংসার, সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত, পথপ্রদর্শক সাহায্যকারী, সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়, অভিভাবক প্রশংসার। সমস্ত প্রশংসা রব্বুল আলামীনের। সমস্ত প্রশংসা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই।



# আহলে হাদীসগণের আকীদাহ

ড. মুহাম্মদ মোখলেসুর রহমান

ইসলামে আহলে হাদীস (اهل الحديث) পরিভাষাটি নতুন কোন পরিভাষা নয়। বরং সাহাবায়ে কিরামের যুগ হতে চলে আসা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি নির্ভেজাল ইসলামী সংগঠনের নাম আহলে হাদীস (اهل الحديث)। যারা পবিত্র আল-কুরআন ও সুন্নাহে সহীহার ভিত্তিতে নিজেদের জীবনের যাবতীয় সমস্যা, সমাধান তালাশ করে। যারা কালক্রমে ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট যাবতীয় কুসংস্কার থেকে ইসলামকে মুক্ত করে মুসলিম মিল্লাতকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে সহীহার আদর্শের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপোষহীনভাবে প্রচেষ্টারত। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে যারা হলো আকীদাহর ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন, তাওহীদবাদী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ্যাতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে সূনাতপন্থী।

আহলেহাদীসগণকে বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ সমূহে ও বিশ্বস্ত ফিকহ কিতাব গুলোতে “আহলুস সুন্নাত” “আসহাবুল হাদীস” “আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত” “আহলুল আছার” “মুহাদ্দিসীন” প্রভৃতি নামে ও বিশেষণে সম্বোধন করা হয়েছে। ‘সালফে সালেহীনের অনুসারী হিসেবে তাঁরা “সালারী” নামেও পরিচিত। আহলে হাদীসগণ মিসর, সুদান, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে “আনছারুস- সুন্নাহ” সাউদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে “সালারী” ইন্দোনেশিয়াতে “জামায়াতে মুহাম্মদীয়াহ” এবং পাক-ভারত উপমহাদেশে “মুহাম্মদী ও আহলে হাদীস” নামে পরিচিত।

১। আহলে হাদীসগণ আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফিরিস্তগণ, তাঁর কিতাব সমূহ ও তাঁর রাসূলগণের স্বীকৃতি প্রদান করে। তারা আরও স্বীকৃতি দেন উহার, যা আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তায়ালা পক্ষ থেকে এসেছে এবং উহার যা ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিগণ তাঁর রাসূল (সা)

থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যাপারে তারা অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গি তথা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ব্যক্তিগত রায় ও কiyাসের সমর্থন করে না।

২। তারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তায়ালা ইলাহ হিসেবে এক ও একক এবং তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেন নি এবং সন্তানও গ্রহণ করেন নি। আর মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

৩। তারা এ আকীদায় বিশ্বাসী যে, আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তায়ালা অনেক সুন্দর গুণবাচক নাম রয়েছে। আর এ সকল নাম দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বুঝাবে না। অর্থাৎ তাঁকে তাঁর যত নামেই ডাকা হউক না কেন জাতি ও সত্ত্বাগতভাবে একমাত্র তিনিই (আল্লাহ) উদ্দেশ্য। এবং আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা) তাঁর পুত্র-পবিত্র সত্ত্বার সহিত যে সকল গুণ যেমন তাঁর দৃষ্টিশক্তি, তাঁর জ্ঞান, তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী হওয়া এবং তাঁর সাথে থাকা, ফিরিস্তামন্ডলী, নবীগণ ও অন্যান্য সৃষ্টি কুলের সহিত তাঁর কথা বলা, কiyামতের দিন বান্দাদের সামনে তাঁর আগমন করা, তার মহাকবত, রহমত, সন্তুষ্টি, হাসা, আশ্চর্য হওয়া, রাগান্বিত হওয়া ইত্যাদি গুণাবলীকে আহলে হাদীসগণ কোনরূপ সদস্যতা ও ধরণ স্থাপন ছাড়াই হুবহু সাব্যস্ত করে থাকে।

৪। তারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তায়ালা মুখমন্ডল আছে, তাঁর দু’টি হাত, দু’টি পা ও দু’টি চক্ষু আছে। আর এ সকল ব্যাপারে একথা বলা বা চিন্তা করা শুদ্ধ নয় যে, এগুলো কিরূপ? বরং এগুলোর উপর ঈমান আনা ফরয। অস্তিত্ব সত্য, ধরণ ও প্রকৃতি অজ্ঞাত এবং এগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা বিদয়াত।

৫। তারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তায়ালা আরশের উপর আছেন আর তাঁর আরশ বহন করছেন চারজন সম্মানিত ফিরিস্ত। যারা তাঁর যথাযোগ্য তাসবীহসহ প্রদক্ষিণমান। নভোমন্ডল এবং উভয়ের মধ্যে যা আছে সবই তাঁর নিকট উপস্থিত। আর যারা বলে- আল্লাহ সব জায়গায় আছেন; মুমিনের কুলবে আছেন; দশের সাথে আছেন; তারা পথভ্রষ্ট ও বিদয়াতী।

৬। আহলে হাদীসগণের আকীদাহ হলো- ‘কুরসী’ সত্য। তাঁর এ কুরসী নভোমন্ডল পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। অর্থাৎ সপ্ত আসমান ও সপ্ত যমীন এবং উভয়ের মধ্যে যা আছে সবই সাতটি বিন্দুর ন্যায় পড়ে রয়েছে তাঁর কুরসীর মধ্যস্থলে।

৭। তারা বিশ্বাস করে যে, এ পৃথিবীতে ভাল-মন্দ যা কিছু সংঘটিত হয় সবই আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী হয়ে থাকে। তাঁর অভিপ্রায় ব্যতীত কোন জিনিসই অস্তিত্ব লাভ করে না।

৮। তারা এ স্বীকৃতি প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা নেই এবং তিনি মানুষের যাবতীয় পুণ্য ও পাপাচার সৃষ্টি করেন।

৯। তাদের বিশ্বাস- আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তায়ালা কখনও মানুষকে খারাপ বা মন্দ কাজের নির্দেশ দেন না বরং তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করেন এবং ভাল কাজের আদেশ দেন। কারণ মন্দ কাজের প্রতি কখনও তিনি সন্তুষ্ট থাকেন না, যদিও মন্দ কাজ তাঁর ইচ্ছা ও রাজত্বের বাইরে নয়।

১০। তাঁদের আকীদাহ হলো- আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তায়ালা যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন; আর যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন। আর আল্লাহ তায়ালা হিদায়েত ও অনুকম্পার মাধ্যমে মুমিনগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তাদের যাবতীয় কর্ম ও গতিধারাকে সংশোধন করেছেন;



পরিমার্জিত ও কল্যাণমুখী করেছেন। পক্ষান্তরে কাফিরদেরকে পথ-ভ্রষ্টতার মাধ্যমে লাঞ্চিত ও অপমানিত করেছেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তবে সমস্ত কাফিরকে সৎপথে পরিচালিত করতেন; আর তিনি তাদের হিদায়েত দিলে তারা সকলেই হিদায়েত প্রাপ্ত হতো। কিন্তু তিনি তাদেরকে তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

১১। তারা বিশ্বাস করে যে, সমস্ত কল্যাণ ও অকল্যাণ আল্লাহর ফয়সালা ও নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁর অভিপ্রায় ব্যতীত মানুষ তার জীবনের কোন ভাল বা মন্দ করতে সক্ষম নয়।

১২। আহলে হাদীসগণ বিশ্বাস করে যে, মানুষ তার প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা রাখে। সে যদি ভাল কাজের ইচ্ছা করে তাহলে আল্লাহ তাকে ভাল কাজ করার শক্তি দেন। আর খারাপ কাজের ইচ্ছা করলে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তার জন্য সেটিই প্রসারিত ও সহজ করে দেন।

১৩। তারা বিশ্বাস করে যে, অতীতে যা কিছু ছিল এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যা কিছু হচ্ছে কিংবা হবে, তার সব কিছু আল্লাহ পাকের জানা আছে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। তাদের রিয়ক, তাদের জন্ম ও মৃত্যুর নির্ধারিত সময়, দৈনন্দিন কার্যাবলীসহ অন্যান্য সব বিষয়াদী সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই।

১৪। তারা মনে করে আল কুরআন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা বাণী এবং ইহা সৃষ্ট নয়; (غير مخلوق) আর যারা বলে, সৃষ্ট, তারা বেদয়াতী ও পথভ্রষ্ট।

১৫। তাদের বিশ্বাস কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালাকে দৃষ্টি দ্বারা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে; যেরূপ দেখা যায় চন্দ্রকে পূর্ণিমার রাতে। একমাত্র মুমিনগণ তাকে দেখতে পাবেন; কাফিররা নয়।

১৬। আহলে হাদীসগণ বিশ্বাস করে পৃথিবীতে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালাকে দেখা আদৌ সম্ভব নয়।

কেউ আল্লাহকে দেখেছে বলে দাবী করলে সে কাফির ও মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিগণিত হবে।

১৭। তারা মুসলমান ব্যক্তিকে তার কোন বড় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফির মনে করে না এবং তার থেকে তার ঈমানকে ছিনিয়ে নেয়া বৈধ মনে করে না।

১৮। তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর উম্মতের মধ্য হতে যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত তাদের জন্য জান্নাতের সুপারিশ করবেন। কবীরা গুনাহে লিপ্ত কোন ব্যক্তিকে তারা জাহান্নামী বলে সাক্ষ্য দেয় না এবং কোন তাওহীদ পন্থীকে জান্নাতী বলে ফয়সালাও দেয় না বরং এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হলো, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিতে পারে আর তিনি চাইলে তাদের ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

১৯। দীন বা ধর্মের ক্ষেত্রে আহলে হাদীসগণ সব ধরনের ঝগড়া, ফাসাদ, বাড়াবাড়ি এড়িয়ে চলে। এবং তাকদীর বিষয়ে বিতর্ক ও বাতিল পন্থীদের ধাঁচে মুনাজারাকে অস্বীকার করে। তবে আল কুরআন ও সুন্নাহে সহীহা হতে উৎসারিত দলীলের ভিত্তিতে ও সলফে সালাহীন কর্তৃক প্রণীত ও পরিচালিত নীতি এবং পদ্ধতির আলোকে বাতিল ও বেদয়াত পন্থীদের থেকে নির্ভেজাল তাওহীদকে হেফাজত করেন তারা বড় তৎপর ও আন্দোলনমুখী।

২০। আহলে হাদীসগণ তাদের সকল বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালায় নিকট আশ্রয় কামনা করে। একমাত্র তাঁর উপর ভরসা রাখে এবং নিজেদের যাবতীয় প্রয়োজনীয়তা পেশ করে ও সকল অবস্থায় একমাত্র তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করে।

২১। তারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন— কে এমন আছ যে আমাকে ডাকতে চাও? আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে এমন আছ যে, আমাকে নিজের অভাব জানিয়ে তা দূর করার জন্য প্রার্থনা করতে চাও আমি তাকে প্রদান করব। এবং কে এমন আছ যে আমার কাছে ক্ষমা

প্রার্থনা করতে চাও? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

২২। তারা এ আকীদাহ রাখে যে নিশ্চয়ই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যান্য নবী রাসূলগণের ন্যায় মাটির সৃষ্ট মানুষ ছিল। তিনি যেমন অন্যের সন্তান ছিলেন তেমনি পিতাও ছিলেন। তাঁকে যারা নুরের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করে তারা পথভ্রষ্ট।

২৩। তারা এ মতবাদের বিশ্বাসী যে, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) অন্যান্য নবী ও রাসূলগণের ন্যায় মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি কারো ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নহেন এবং কারো উপকার করতেও সক্ষম নহেন। যারা তাকে উপস্থিত বা হাজির নাজির মনে করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তাঁকে সম্বোধন করে নিজেদের আবেদন-নিবেদন জানায়, জানায় অভাব-অভিযোগের কথা, কিংবা এ বিশ্বাস করে যে, তাঁর উম্মতের এ কঠিন দিনে তাঁকে ডাকলে তিনি মুক্তি দিতে সক্ষম তারা বেদয়াতী ও মুশরিক।

২৪। আহলে হাদীসগণ প্রচলিত মিলাদুনুন্নবী পরিভাষাটি, এর উয্যাপন এবং এতদসম্পর্কিত যাবতীয় আঙ্গাম যেমন মিছিল, মিটিং, জাসনে জুলুস, দুয়া মাহফিল, দরুদ মাহফিল, সিরাত মাহফিল ইত্যাদি কর্ম ও বিশ্বাসকে ভ্রষ্টতা ও বিদয়াত বলে গণ্য করে।

২৫। তাদের বিশ্বাস মুহাম্মদ (সা) পৃথিবীতে আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তাঁকে প্রেরণের মাধ্যমে রিসালাত ও নবুওয়াতের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কোন নবী বা রাসূল আসবে না সুতরাং কেউ যদি নিজেকে নবী বা রাসূল বলে দাবী করে তবে সে তার অনুসারীরা মিথ্যাবাদী ও ধর্মত্যাগী হিসেবে পরিগণিত হবে।

২৬। আহলে হাদীসগণ বিশ্বাস করে যে, রাসূল (সা) কে ওসীলা মেনে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালায় কাছে প্রার্থনা করা হারাম, যেহেতু তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আর মৃত ব্যক্তিকে কখনও ওসীলা মানা বৈধ নয়। সুতরাং যারা তাদের প্রার্থনায় বলে যে, হে আল্লাহ আমি/আমরা রাসূল মুহাম্মদ



(সা) কে ওসীলা মানতেছি। তাঁর ওসীলায় আমাদের এরূপ এরূপ করুন। তারা পথভ্রষ্ট ও শিরকের সাথে জড়িত।

২৭। রাসূল (সা) এর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রদানের উদ্দেশ্যে আহলে হাদীসগণ যে কোন বৈঠক, মাহফিল, জামায়েত ইত্যাদির আঞ্জামকে অবৈধ মনে করে। এমনিভাবে উচ্চরবে সমস্বরে তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠকেও বিদায়াত বলে গণ্য করে তবে কোন বৈঠকে বা মজলিসে বা সমাবেশে আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন হিসেবে একাকী ও চুপে চুপে তাঁর প্রতি দরুদে ইবরাহীম পাঠকে আহলে হাদীসগণ একটি উত্তম পন্থা বলে বিশ্বাস করে।

২৮। আহলে হাদীসগণের মতে- নবী করীম (সা) এর প্রতি সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে আস- সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলান্নাহু, আস- সালামু আলায়কা ইয়া নাবীয়ান্নাহু ইত্যাদি বাক্যগুলো একমাত্র তাঁর কবর যিয়ারাত ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ বৈধ নয়। তবে নামাযের মধ্যে তাশাহুদে السلام عليك ايها النبي এর আওতাভুক্ত নয়। যেহেতু ইহা নস দ্বারা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত। এমনিভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন খুৎবা, বক্তৃতা, পাঠদানে চিঠি-পত্রে প্রভৃতি সময় সালাম ও দরুদ দ্বারা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সঠিক আকীদাহ হলো অনুপস্থিতি সম্বন্ধ- সূচক শব্দ প্রয়োগ করা। যেমন এভাবে বলা-

والصلاة والسلام على رسولنا  
وسيدنا والسلام على النبي  
والصلاة والسلام على رسوله.

উল্লেখ্য যে, অনেক সময় হজ্জ যাত্রীগণকে লক্ষ্য করে অনেকে বলে যে, “আপনি আমার সালামটুকু রাসূল (সা) এর রওয়া মুবারকে পৌঁছে দিবেন” নিঃসন্দেহে এটি সহীহ আকীদা ও দলীল বিরোধী কাজ।

২৯। নবী ও রাসূলগণের সমূহ মুজিয়াহে আহলে হাদীসগণ অহেতুক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও মন্তব্য ছাড়াই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।

৩০। তারা রাসূল (সা) এর মি'রাজ শারীরিক অবস্থাকে স্বীকৃতি দেয়। মি'রাজের সময়, ধরণ, রূপ ও এতে

যে সকল বিধান ও ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সে সকল বিষয় আহলে হাদীসগণ কোনরূপ বিতর্ক ও মন্তব্য ছাড়াই গ্রহণ করে।

৩১। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে সকল ব্যক্তিকে তাঁর রাসূল (সা) এর সাহাবী হিসেবে মনোনীত ও নির্বাচিত করেছেন আহলে হাদীসগণ তাঁদের মর্যাদার যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। আর সাহাবীগণের নিজেদের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ- বিগ্রহ (যেমন- উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ প্রভৃতি) ও তর্ক- বিতর্ক ঘটেছে তাঁদের যে কোন পক্ষের সমালোচনা বা মন্তব্য করাকে তারা বৈধ মনে করে না।

৩২। তারা হযরত আবু বকর (রা) কে হযরত উমার (রা) এর উপর, হযরত উমার (রা) কে হযরত ওসমান (রা) এর উপর এবং হযরত ওসমান (রা) কে হযরত আলী (রা) এর উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তাঁরা বিশ্বাস করে ঐ সকল মর্যাদাবান চারজন সাহাবী খোলাফায়ে রাশেদা নামে অভিহিত। তারা প্রত্যেকেই হেদায়াত প্রাপ্ত। তাদের খিলাফত ছিল খিলাফতে নবুওয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তাঁরা পৃথিবীতে রাসূল (সা) এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

৩৩। আহলে হাদীসগণ আল্লাহর রাসূল (সা) এর সকল সহীহ হাদীসের স্বীকৃতি দেয় এবং নিজেদের যাবতীয় সমস্যা আল-কুরআন ও সুন্নাহে সহীহার আলোকে সমাধান করতে চায়।

৩৪। তারা ঈদ, জুমুআ ও অন্যান্য নামাযের জামাআত প্রত্যেক পুণ্যবান ও পাপী (মুশরিক নয়) ইমামের পিছনে ইকতিদা করা বৈধ মনে করে।

৩৫। তারা মুকীম মুসাফির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মুজার উপর মাসেহকে রাসূল (সা) এর সুন্নাহ মনে করে।

৩৬। তারা কানা দাজ্জালের আবির্ভাব ও তার পরিচালিত যাবতীয় ফিতনাকে স্বীকার করে। তারা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আ) হযরত মুহাম্মদ (সা) এর উম্মত হিসাবে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

৩৭। আহলে হাদীসগণ মুসলমানদের নেতৃবৃন্দের জন্য সর্বদা কল্যাণ ও সংশোধন কামনা করে। তাদের উপর

অস্ত্র পরিচালনা করাকে কখনও বৈধ মনে করে না।

৩৮। তারা বিশ্বাস করে যে, কবরে প্রত্যেক মুসলিম, মুনাফিক, কাফির ও মুশরিক দুজন ফিরিস্তা মুনকার ও নাকীর কর্তৃক তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৩৯। তারা কবরের আযাবকে সত্য বলে স্বীকার করে। আর যারা কবরের আযাব স্বীকার করে না আহলে হাদীসগণের মতে তারা কাফির।

৪০। তারা বিশ্বাস করে যে, মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুআ করা এবং তাদের পক্ষ থেকে সদকাহ করা এসব কিছুই তাদের কাছে পৌঁছে থাকে এবং তদ্বারা তারা (কবরবাসীরা) উপকৃত হয়।

৪১। মায়িতের জন্য জানাযার পূর্বে ইমাম কর্তৃক প্রশংসার সাক্ষ্য গ্রহণ করাকে আহলে হাদীসগণ বিদায়াত বলে বিশ্বাস করে। তবে তা সত্যবাদী এক জামায়াত মুসলিমের বিশেষ করে তার প্রতিবেশীদের তার জন্য স্বেচ্ছায় উত্তম প্রশংসা করাকে তারা (আহলে হাদীসগণ) একটি ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করে। আর এ ধরণের প্রশংসা মৃতব্যক্তির জন্য বড় উপকারী।

৪২। তারা প্রত্যেক বদকার-নেককার পাপী ও পুণ্যবান মুসলমানের জানাযা করাকে বৈধ মনে করে। তবে যে শ্রেণীর মায়িত সে শ্রেণীর ইমাম ও জানাযা হওয়াকে তারা পছন্দ করে।

৪৩। রিয়কের ব্যাপারে আহলে হাদীসগণের আকীদাহ হলো-হালাল-হারাম সব কিছু রিয়ক; আল্লাহর দান। তবে তিনি তাঁর মুমিন বান্দাগণের জন্য হারামের মধ্যে কোন রিয়ক রাখেননি। অর্থাৎ মুমিন বান্দাগণের জন্য কখনও তিনি হারাম ভক্ষণ কামনা করেন না।

৪৪। অমুসলিম শিশুদের ব্যাপারে আহলে হাদীসগণের আকীদাহ হলো- এদের বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালায় নিকট। তিনি চাইলে তাদের শাস্তি দিতে পারেন অথবা চাইলে তিনি জান্নাত দিতে পারেন। কারণ বড় হলে তারা কি আমল করত সে সম্পর্কে একমাত্র তিনিই সম্যক অবগত। আর মুসলিম শিশুরা জান্নাত।



৪৫। কারামাতুল আউলিয়া (الاولياء) কে আহলে হাদীসগণ সত্য বলে স্বীকার করে। আর একথা মহাসত্য যে ওলীগণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাগণ ভিন্ন কেহ নহে। তাদের ঈমান ও তাকওয়ার দৃঢ়তা এবং সালেহ আমলের প্রতি একনিষ্ঠতার কারণে আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে তাদের হাতে স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন ভঙ্গের সহিত জড়িতকিছু বিস্ময়কর ঘটনা সম্পাদন করে থাকেন। কারামতের কারণে ওলীগণের পৃথিবীতে আলাদা কোন মর্যাদা বা স্থান সাব্যস্ত হয় না। আর আল্লাহর সকল ওলীগণ হতে কারামত প্রকাশিত হওয়া লায়িম নয়। বিশেষতঃ কারামত হলো আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা কারামত দান করেন। আর প্রকৃত ওলী কখনও নিজের কারামতের কথা প্রকাশ করেন না বরং গোপন রাখেন।

৪৬। যে সকল ওলী কর্তৃক কারামত প্রকাশিত হয়েছে, মৃত্যুর পর তাদের মাজার তৈরী করা, মাজার সংরক্ষণ করা, বিশেষ সওয়াবের আশায় তাদের মাজার যিয়ারত করা কিংবা কোন কাংখিত বস্তু প্রাপ্তির আশায় তাদের মাজারে গমন করে তাদের কাছে চওয়া অথবা বিশেষ কোন রাজনৈতিক প্রণাম শুরু করার পূর্বে তাদের মাজারে যাওয়াকে উক্ত কাজের সফলতার কারণ মনে করা ইত্যাদি বিশ্বাস ও কর্মকে আহলে হাদীসগণ সম্পূর্ণরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ ও শিরক মনে করে।

৪৭। গাউস, কুতুব প্রভৃতি শিরক সম্পর্কিত শব্দগুলো মুসলিম বিশেষ ব্যক্তিত্বদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে আহলে হাদীসগণ সম্পূর্ণরূপে হারাম ও শিরক মনে কর। এবং এসম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে সে গুলো সম্পূর্ণরূপে মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও সুন্নাহে সহীহার চরম বিরোধী বলে তারা বিশ্বাস করে।

৪৮। আহলে হাদীসগণ বিশ্বাস করে যে, পীর, মুরীদ এবং এদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ভণ্ডামী ও শিরক। যারা তাদের দরবারে যায়, সিন্নি, গরু,

খাসী, মোরাগ, মুরগী প্রভৃতি হাদীয়া দিয়ে বা পাঠিয়ে তাদের দুয়া ও বরকত বা তাহীর লাভে বিশ্বাস, তারা সকলেই শিরক ও বিদয়াতের সাথে জড়িত।

৪৯। আহলে হাদীসগণ বিশ্বাস করে যে, যারা দীন-ইসলামকে শরিয়ত, তরিকত, মা'রেফাত প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করে সে অনুযায়ী মতবাদ তৈরী করেছে তারা বাতিলপন্থী ও বিদয়াতী। এমনভাবে মা'রেফাত পন্থীদের মুরাকিবা, মুশাহিদা ও যিকর পদ্ধতিও সম্পূর্ণরূপে নব উদ্ভাবিত ও মনগড়া বিষয়।

৫০। আহলে হাদীসগণের মতে- তাবিজ-তুমার ও কবজ বাঁধা বিদয়াত ও শিরক, চায় সে তাবিজ কুরআনের আয়াত দ্বারা হোক অথবা অন্য কিছু দ্বারা হোক।

৫১। তারা বিশ্বাস করে যে, নযর বা মানত একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নামে হবে এবং এটি অবশ্য হতে হবে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আনুগত্যমূলক কাজে। সুতরাং কেউ যদি কোন নবী বা ওলীর নামে কিংবা পীরের নামে মানত করে তবে তার এ ধরনের মানত স্পষ্টভাবে শিরক এ পরিণত হবে। আবার এমনও দেখা যায় যে, কোন মসজিদ বা মাদরাসার বিশেষ কোন অলৌকিকত্ব আছে বলে বিশ্বাস করে সেগুলোর নামে মানত করে এটিও শিরক। তবে মানতের খাত হিসেবে মাদরাসা-মসজিদে ব্যয় করতে পারে।

৫২। তাদের আকীদাহ হলো- আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা শিরক। মুসলিম সমাজে অনেককে দেখা যায় যে, কেউ কুরআন নিয়ে কসম করে, কেউ আবার মসজিদের নামে, কেউ মাদরাসার নামে, কেউ পিতা-মাতার নামে, কেউ সন্তানের নামে কেউ আবার রাতের নামে কসম করে থাকে। নিঃসন্দেহে এ ধরনের কসম হারাম ও শিরক।

৫৩। আহলে হাদীসগণ বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছেন। জান্নাত হলো তাঁর বিশাল নি'মতের জায়গা, যা তিনি স্বীয় মু'মিন বান্দাদের জন্য প্রস্তুত

করে রেখেছেন। পক্ষান্তরে জাহান্নাম হলো কঠিন শাস্তির জায়গা, যা তিনি কাফিরদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

৫৪। তারা বিশ্বাস করে কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষ স্বশরীরে উলঙ্গ অবস্থায় নিজ নিজ কবর হতে উত্থিত হবে এবং হিসাবের নিমিত্তে তাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত হবে।

৫৫। তারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হিসাব গ্রহণের নিমিত্তে স্বীয় বান্দাদের আমল নামা সমূহ দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবেন। আর বান্দারা তা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে।

৫৬। তারা সিরাতকে স্বীকার করে। সিরাত হলো জাহান্নামের উপর দিয়ে তৈরী এক বিস্তৃত পুল বা সেতু। এটি চুলের চেয়ে অধিক চিকন এবং তরবারীর চেয়ে অধিক ধারালো। আল্লাহর সকল বান্দাকে এর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে।

৫৭। আহলে হাদীসগণ আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূল (রা) কর্তৃক ঘোষিত হালাল বিষয় সমূহকে হালাল এবং হারাম বিষয় সমূহকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করে।

৫৮। তারা মুসলমানদের এবং তাদের জামায়াতের জন্য সর্বদা কল্যাণ কামনা করে এবং তাদের সকল প্রকার কল্যাণকর কাজের একনিষ্ঠতা অর্জনের জন্য তাদের নসিহত ও তাবলীগ করে।

৫৯। তারা মৃত ব্যক্তিদের রুহদের দ্বারা সাহায্য কামনাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম মনে করে। চায় সে মৃত ব্যক্তি নবী হোক, অথবা ওলী হোক অথবা কথিত পীর হোক। এক্ষেত্রে জনসাধারণের মাঝে যে সকল শিরক ও বিদয়াত পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ :

ক. আমার প্রতি উমুক ওলী বা পীর সাহেবের রুহানী দুআ আছে। (নাউযু বিল্লাহ)

খ. এখানে উমুক ওলী বা পীর সাহেব শুয়ে আছেন, তাই আমাদের কোন বালা-মসিবত স্পর্শ করতে পারে না।

গ. আমি উমুক ওলী বা পীর সাহেবের রুহানী ফয়েজ লাভ করেছি ইত্যাদি।



## হাজ্জ - ওমরাহ

## সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা

ওমরা সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা :  
 ان الصفا والمروة من شعائر الله  
 فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح  
 عليه ان يطوف بهما.

“নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দেশনামূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হাজ্জ কিংবা ওমরাহ করবে, এই পর্বতদ্বয়ের মধ্যে দৌড়ানো তার জন্য কোন গুনাহের কাজ নয়।”

## ওমরার পদ্ধতি

১। মিকাতে (হাজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে কাবা শরীফের পথে যে স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে হয় সেই স্থানকে মিকাত বলে।) পৌঁছার প্রথমত গোসল করতে হবে। তারপর সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করবে। তারপর ইহরামের সেলাই বিহীন চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করতে হবে। আর মেয়েরা যে কোন কাপড় পরিধান করতে পারবে। ইহরামের কাপড় পরিধানের পর “আল্লাহুমা লাক্বাইকা ওমরাতা”-বলে নিয়াত করে নিম্নোক্ত তালবিয়া পড়া শুরু করতে হবে।

لَبَّيْكَ اَلْهَمَّ لَبَّيْكَ- لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ  
 لَبَّيْكَ- اِنِّ الْحَمْدُ وَ النِّعْمَةُ لَكَ وَ الْمَلِكُ  
 لَا شَرِيكَ لَكَ.

“লাক্বাইকা আল্লাহুমা লাক্বাইকা  
 লাক্বাইকা লা-শারীকা লাকা  
 লাক্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান  
 নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা-  
 শারীকা লাক।”

উক্ত দু‘আ পুরুষ ও নারী সবাই পড়বে। তবে পুরুষরা জোর জোরে পড়বে আর মহিলারা আস্তে আস্তে পড়বে।

২। পবিত্র ভূমি হারাম শরীফে পৌঁছার পর সাতবার আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করতে হবে আর তাওয়াফের নিয়ম হলো- তাকবীর পড়ে হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে আবার

হাজারে আসওয়াদের নিকটে গিয়ে শেষ করতে হবে। আর তাওয়াফকালীন সময়ে ইচ্ছামত যিকর ও দু‘আ পড়বে। তাওয়াফ শেষে হারাম শরীফের যে কোন স্থানে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস দ্বারা দু‘রাকা‘আত (সুন্নাত) নামায পড়বে। ৩। তারপর সাফা পাহাড়ে আরোহন করে আল্লাহর ঘরের দিকে মুখ করে হাত উঠিয়ে তাকবীর পাঠ ও দু‘আ করতে হবে এবং সম্ভব হলে দু‘আর সাথে নিম্নের দু‘আটিও তিনবার পড়বে।

لا اله الا الله وحده انجز وعده و  
 نصر عبده وهزم الاحز اب وحده.

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু  
 আনজাযা ওআ‘দাহু ওয়া নাসারা  
 আবদাহু ওয়া হাযামা আহযাবা  
 ওয়াদাহু।

অতঃপর সাফা থেকে নেমে মারওয়া নামক পাহাড়ে যাবে। এভাবে সাতচক্র সাঈ শেষ করবে। তবে সবুজ চিহ্নের মধ্যে দ্রুত চলতে হবে, এ চিহ্নের আগে ও পরে স্বাভাবিক ভাবে চলতে হবে। এমনিভাবে মারওয়া পাহাড়েও সাফা পাহাড়ের ন্যায় হাত উঠিয়ে আল্লাহ আকবার বলে তাকবীর দিবে এবং কা‘বা শরীফের দিকে মুখ করে দু‘হাত তুলে আল্লাহ তাআলার নিকট দু‘আ করবে। উক্ত তাওয়াফ ও সাঈর জন্য কোন নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য যিকর নেই বরং প্রত্যেকে ইচ্ছানুযায়ী যিকর, দু‘আ অথবা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে।

৪। সাঈ করার পর মাথার চুল নেড়া (মুন্ডন) করতে হবে অথবা ছোট করে ছাঁটতে হবে। আর মহিলারা সামান্য পরিমাণ কাটলেই যথেষ্ট হবে। এভাবে মাথা নেড়া (মুন্ডনের) বা ছোট করার মাধ্যমে ওমরার কাজ সমাপ্তি ঘটবে। ফলে ইহরামের কারণে যা হারাম বা

নিষিদ্ধ ছিল তা হালাল বা বৈধ হয়ে যাবে।

**মসজিদে নববী যিয়ারতের বিবরণ**  
 মসজিদে নববীর যিয়ারত এবং তাতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে যে কোন সময় মদীনায় যাত্রা করা সুন্নাত। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, হাজ্জের সাথে উক্ত মসজিদের বা রাসুলের (সা) রওজার কোন সম্পর্ক নেই বরং প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

রাসুলের রওজা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা রাসূল (সা) নিজেই ইরশাদ করেছেন-

“তোমরা সাওয়াব লাভের আশায় কোথাও সফর করবে না। তবে ৩টি মসজিদের দিকে সফর করলে কোন অসুবিধা নেই বরং পুণ্য আছে। তাহলো-১। বায়তুল্লাহ ২। মসজিদে নববী ৩। মসজিদে আকসা।”

## হাজ্জের বিবরণ

“হাজ্জ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলার বাণী

والله على الناس حج البيت من  
 استطاع اليه سبيلا.

“মানুষের উপর আল্লাহরও অধিকার আছে যে, যারা বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ রাখে তাদেরকে হাজ্জ আদায় করতে হবে।”

“রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

قل رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 من حج فلا يرفث ولا يفسق رجعا  
 كيوم ولدته منه.

“যে হাজ্জ সমাপন করল এবং সমাপনকালে কোন প্রকার অশ্লীল কথা, কাজ কিংবা গুনাহের কাজে লিপ্ত হলো না, সে সদ্যজাত নিষ্পাপ শিশুর মত মক্কা হতে দেশে প্রত্যাবর্তন করল।”

## সম্মানিত হাজী ভাই সাহেবান!

আমরা এজন্য মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসা করছি যে তিনি আপনাদেরকে তাঁর গৃহের হাজ্জ পালন ও হারাম



শরীফ পরিদর্শনের তাওফীক প্রদান করেছেন। আমরা তাঁরই দরবারে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের সৎ আমলসমূহ গ্রহণ করেন এবং সকলকে বহুগুণ বর্ধিত হারে সাওয়াব দান করেন। তাই আমি নিম্নে সংক্ষিপ্তকারে হাজ্জের নিয়মাবলী আপনাদের খেদমতে পেশ করলাম :

#### হাজ্জের ফরয ৪টি :

- ১। ইহরাম বাঁধা অর্থাৎ হাজ্জের কার্যদি শুরু করার নিয়ত করা।
- ২। আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা।
- ৩। বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা।
- ৪। সাঈ করা, অর্থাৎ সাফা ও মাওয়া সাত চক্র দেওয়া। (সাফা হতে মারওয়া এক চক্র মারওয়া হতে সাফা এক চক্র এভাবে সাত চক্র) উক্ত ফরয সমূহ হতে যদি কোন ১টি বাদ পড়ে যায়, তা আদায় না করা পর্যন্ত হাজ্জ সহীহ শুদ্ধ হবে না।

#### হাজ্জের ওয়াজিব ৭টি

- ১। মিকাত অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান হতে ইহরাম বাঁধা।
- ২। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফতের ময়দানে অবস্থান করা।
- ৩। মুযদালীফায় রাত্রি যাপন করা।
- ৪। কুরবানীর দিনসমূহে মিনায় অবস্থান করা।
- ৫। কংকর নিক্ষেপ করা।
- ৬। মাথার চুল মুড়ানো (নেড়া করা) বা ছেঁটে ছোট করা ও
- ৭। বিদায়ী তাওয়াফ করা।

উক্ত ওয়াজিব সমূহের কোন একটি বাদ পড়লে তার উপর অতিরিক্ত কুরবানী দেয়া ওয়াজিব। আর উক্ত কুরবানীর গোশত সম্পূর্ণটা হারাম শরীফের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। নিজে ভক্ষণ করতে পারবে না।

#### ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ ৯টি

- ১। শরীরের যে কোন পশম উপড়ানো।
- ২। হাত-পায়ের আঙুলের নোখ কাটা।

৩। পুরুষের জন্য সেলাই করা কাপড় পরিধান করা।

৪। সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৫। পূর্ণ দিন পুরুষের মাথা ঢেকে রাখা। তবে ছাতা মাথায় দিলে কোন প্রকার অসুবিধা নেই।

৬। বিবাহ করা।

৭। স্ত্রীকে চুম্বন করা বা সঙ্গম ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থান উপভোগ করা।

৮। স্ত্রী সহবাস করা।

৯। শিকার করা।

উল্লেখ্য যে, যদি কারো দ্বারা উক্ত নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে কোন একটি সংঘটিত হয়ে যায়, তবে ভুল বশতঃ অজ্ঞাতর কারণে হয়ে থাকলে কোন ক্ষতি নেই, আর যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব। কাফফারা হলো তিনটি রোযা রাখা অথবা বকরী যবেহ করা। অথবা ৬ জন মিসকিনকে খাওয়ানো।

#### হাজ্জের প্রকার ভেদ

হাজ্জ তিন প্রকারঃ ১। হাজ্জে তামাত্ত ২। হাজ্জে কিরান ও ৩। হাজ্জে ইফরাদ।

১। হাজ্জে তামাত্ত : তাহলো দুই ইহরামে ওমরাহ ও হাজ্জ পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করা। অর্থাৎ হাজী সাহেব ওমরাহ শেষে ইহরাম ভঙ্গ করে ফেলবে। অতঃপর ৮ জিলহাজ্জ তারিখে হাজ্জের ইহরাম বেঁধে হাজ্জের পরবর্তী কার্যাদি শুরু করবে-এটাই হচ্ছে হাজ্জে তামাত্ত।

২। হাজ্জে কিরান : এটা তামাত্ত এর বিপরীত। ওমরাহ আদায় করে অর্থাৎ তাওয়াফ ও সাঈ করার পর হুক বা কসর কোনটাই করবে না। বরং উক্ত ইহরামেই ৮ জিলহাজ্জ হতে হাজ্জের কাজ শুরু করবে।

৩। হাজ্জে ইফরাদঃ এই প্রকার হাজ্জ আদায়কারী প্রথমে আগমনী তাওয়াফ করবে এবং সেই ইহরামেই হাজ্জ শেষ করবে। এ প্রকার হাজ্জে কুরবানী করতে হবে না। আর বাকী দু'প্রকারেই কুরবানী করতে হয়। নতুবা ১০টি রোযা রাখতে হবে।

তন্মধ্যে ৩টি ৬, ৭ ও ৮ জিলহাজ্জ বা ১১, ১২ ও ১৩ জিলহাজ্জ মক্কায় অবস্থানকালে রাখতে হবে। আর বাকী ৭টি ঘরে ফিয়ে সময় সুযোগ মত রাখবে।

#### হাজ্জের কার্যাবলী

৮ জিলহাজ্জ : এই দিনে হাজীগণকে নিম্ন লিখিত কাজগুলো করতে হবে-

১. ৭ জিলহাজ্জ দিবগত রাত যেকোনো যাপন করবে সেখান হতে হাজ্জের উদ্দেশ্যে গোসল করে সাধ্যমত সুগন্ধি ব্যবহার করে ইহরামের কাপড় পরিধান করবে ও 'লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা হাজ্জান' বলে নিয়ত করবে। এ নিয়ম তামাত্তকারীর জন্য আর কেরানকারী পূর্বের ইহরামেই কাজ শুরু করবে এমনি ভাবে ইফরাদকারীও। সবাই ৮ তারিখ ফজরের পর থেকেই পূর্বে উল্লেখিত তালবিয়া পড়া শুরু করবে।

২. তারপর মিনায় যেয়ে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ৯ তারিখের ফজর এই ৫ ওয়াক্ত সালাত একত্রকরণ ব্যতীত কসর করে পড়তে হবে। আর এ বিধান ১০, ১১, ১২, ও ১৩ তারিখে প্রযোজ্য।

#### ৯ জিলহাজ্জ দিনের করণীয় :

১. সূর্য উদয়ের পর আরাফাতের উদ্দেশ্যে বের হতে হবে এবং সেখানে যোহর আসর এক আযান ও দুই ইকামতের সাথে একত্রকরণ করে জামাআতের সাথে কসর আদায় করতে হবে।

২. সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর হতে আরাফাতে অবস্থান শুরু করবে। আর বাতনে ওরনা ছাড়া পুরো আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা যাবে।

৩. আরাফাতে অবস্থানকালে কিবলামুখী হয়ে বেশী বেশী দু'আ, যিকর ইসতিগফার করবে। আর সূর্যাস্তের পর স্বাভাবিক ভাবে আরাফাত হতে মুযদালীফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবে এবং সেখানে মাগরিব ও ইশার নামায বিলম্বে এক আযানে



এবং দুই ইকামতে একত্রে আদায় করে সেখানেই রাত্রি যাপন করতে হবে।

**১০ জিলহাজ্জ :** এ দিনে নিম্নলিখিত কাজগুলো সমাধা করতে হবে :

১. মুযদালিফায় ফযরের নামায আদায় করার পর অধিক পরিমাণে দু'আ ও যিকির করবে। তারপর মিনার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় বা পথিমধ্যে হতে সাতটি কঙ্কর নিয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, আকাশ ফর্সা হওয়ার পর হাজী সাহেবগণ মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।

২. মিনায় পৌঁছার পর নিম্নবর্ণিত কাজ সমূহ করতে হবেঃ সর্বপ্রথম জামরায়ে উকবাতে পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর পাঠ করতে হবে। যদি তামাভুকারী বা কিরানকারী হয় তাহলে কঙ্কর নিক্ষেপের পর মিনা অথবা মক্কা অথবা হারাম শরীফের যে কোন স্থানে কুরবানী করবে। আর যদি কোন প্রকার পশু কুরবানী করা সম্ভব না হয় তবে ১০ দিন রোযা রাখা আবশ্যিক। তন্মধ্যে ৩টি আরাফাত দিবসের আগে বা আইয়ামে

তাশরীকের মাঝে আর বাকী সাতটি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর রাখতে হবে। তারপর মাথা নাড়া বা চুল ছোট করবে। তবে মাথা মুন্ডানো উত্তম। আর মহিলাদের জন্য সামান্য পরিমাণ চুলের আগা কাটা যথেষ্ট হবে। অতঃপর মক্কায গিয়ে হাজ্জে তামাভুকারী হাজ্জের তাওয়াফ ও সাঈ করবে। আর হাজ্জে কিরানকারী ও হাজ্জে ইফরাদকারী হাজ্জের তাওয়াফের সাথে সাঈ করবে। তবে যদি তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফের সাথে সাঈ করে থাকে তাহলে পুনরায় সাঈ করতে হবে না। অতঃপর হাজী সাহেবগণ মিনায় ফিরে আসবেন এবং ১১ ও ১২ তারিখের রাত যাপন করবেন।

**১১ জিলহাজ্জ :** এই দিনে দ্বিপ্রহরের পর প্রথমে তাকবীরের সাথে প্রথম জামরাতে সাতটি অতঃপর দ্বিতীয় জামরাতে সাতটি ও তৃতীয় জামরাতে সাতটি মোট ২১টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের পর কিবলামুখী হয়ে দু'আ করতে হবে আর তৃতীয়টির পর সরাসরি চলে যাবেন।

**১২ জিলহাজ্জ :** এই দিনেও ১১ তারিখের ন্যায় উল্লেখিত তিনটি জামরাতে  $(৭ \times ৩) = ২১$  টি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। আর যদি কেউ ১২ তারিখ কঙ্কর মারার পর মিনা ত্যাগ করতে চায় তবে সূর্যাস্তের পূর্বেই ত্যাগ করতে হবে। যদি মিনা থেকে বের হওয়ার পূর্বে সূর্য অস্ত যায় তবে ১৩ তারিখেও ২১ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করতে হবে। এটাই উত্তম।

হাজীগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলে মক্কা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করতে পারে। আর এর মাধ্যমেই সম্পূর্ণভাবে হাজ্জ কার্য সম্পাদন হবে। আর ঋতুবতী ও নেফাসী মহিলাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ জরুরী নয়। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে রাসূলুল্লাহর সুন্যাহ মুতাবিক হাজ্জ করার তাওফীক দিন। আমীন।

প্রচার ও প্রকাশনায়

বংশাল শাখা জমঈয়েতে আহলে

হাদীস

ঢাকা, বাংলাদেশ

## জামান হোটেল এন্ড টাঙ্গাইল সুইটস

ঘরোয়া পরিবেশে উন্নতমানের রুচিশীল খাবার ও মিষ্টির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

পরিচালনায় : হাজী নজরুল ইসলাম ও ভাই ভাই

পরিচালক পরিদপ্তর ইমানের অঙ্গ

শাখা : (১) হাজী মঈন উদ্দিন মার্কেট, সাইন বোর্ড, গাজীপুর।

শাখা : (২) ভাই ভাই সুপার মার্কেট, ভূমির মিল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

শাখা : (১) ও (২) ব্যতীত আমাদের আর কোন শাখা নেই

এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য খাবার অর্ডার নেয়া হয়

ফোন : ৯২৯৩১৯৫ মোবাইল : ০১৭১-৯৫৫৫০৭, ০১৭৮-৭৩৭৪৯০



## যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী সাড়ে তিন হাজার ১ একজন বাংলাদেশী

১৯৭৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া অপরাধীর সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। দেশটির বিভিন্ন কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী রয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো। এদের অধিকাংশই তিনদেশী মার্কিন নাগরিক। সম্প্রতি টেক্সাসের একটি সূত্রে জানা গেছে, এদের মধ্যে রয়েছেন একজন বাংলাদেশী নাগরিকও।

সরকারি সূত্রের তথ্যমতে, মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে দেশটিতে জনমত ক্রমে তীব্র হলেও বিশেষ করে বিগত ৬ বছরে মোট হত্যাকাণ্ড ঘটেছে এক লাখ মার্কিন। এত ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত তাদের বিচারও কঠোর হওয়াই সমীচীন। এ চিন্তা থেকেই কার্যকর করা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। সরকারি সূত্রের তথ্যমতে, এ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ৫৮ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ ও ৩৪ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি একটি সূত্র জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহেই কার্যকর হচ্ছে ৩ জন অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড।

তদন্তে মাঠে নেমেছে র‍্যাব পুলিশসহ গোয়েন্দা

## সুপ্রীম কোর্টের সকল বিচারপতিকে হত্যার হুমকি দিয়ে জেএমবির চিঠি

নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্র মৌলবাদী সংগঠন জেএমবির নামে চিঠি দিয়ে এবার সুপ্রীম কোর্টের সকল বিচারপতিকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে এ হুমকি সংক্রান্ত চিঠিটি সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. মাহবুবে আলমের কাছে এসে পৌঁছায়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে গানম্যান দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের ঘুষঘোর বিচারপতিদের রক্ষা করা যাবে না। তাদেরকে হত্যা করা হবে। চিঠি পাওয়ার পর পরই আইনজীবী সমিতির সভাপতি বিষয়টি সাংবাদিকসহ পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের জানান।

চিঠিতে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা লেখা রয়েছে মাওলানা আলী আজম, ১৯/৩ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা। চিঠিতে প্রেরক নিজেকে জেএমবির যুগ্ম

সম্পাদক হিসেবে তার পরিচয় উল্লেখ করেছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, গানম্যান দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের ঘুষঘোর বিচারপতিদের রক্ষা করা যাবে না। বর্তমানে অনভিজ্ঞ, ঘুষখোর ও বিএনপির দালাল ছাড়া বিচারপতি হওয়া যায় না। এমনকি যাদের এলএলবি'র সনদ নেই তারাও ঘুষের বিনিময়ে দলীয় বিবেচনায় বিচারপতি নিযুক্ত হচ্ছে। চিঠিতে প্রশ্ন রেখে বলা হয়েছে 'আপনি কি মনে করেন গানম্যান দিয়ে তাদেরকে রক্ষা করা যাবে?'

চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ৬ জন এবং হাইকোর্ট বিভাগের ৬ জন এবং হাইকোর্ট বিভাগের ৭৫ ভাগ বিচারপতি ঘুষখোর। বিচার কাকে বলে তা তারা জানেনা। তাই এ সমস্ত বিচারপতিদের জাহান্নামে প্রেরণ করতে হবে। বর্তমানে কর্মরত বিচারপতিগণ নিজে আদালতে যে রায় দেন তা বহাল রাখেন। কারণ সহকারী জজ বয়সে নবীন। টাকার লোভ সামাল দিতে পারেনা। তাই টাকা নিয়ে অন্যায্যভাবে রায় দেয়। ন্যায় বিচারের জন্যে জজকোর্টে আপীল দায়ের করার পর সহকারী জজ তার ঘুষের শতকরা ৪০ ভাগ জজকোর্টে দিয়ে থাকেন। পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্টে ন্যায় বিচার চাইলেও পাওয়া যায় না। কারণ সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতির ন্যায় বিচার কাকে বলে তা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। তারা সহকারী জজের রায় বহাল রাখেন। কাজেই এ সমস্ত বিচারপতিদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। আপনি শত চেষ্টা করেও তাদেরকে রক্ষা করতে পারবেন না বলে চিঠিতে হুমকি দেয়া হয়।

এদিকে চিঠি পাওয়ার পর সুপ্রীম কোর্টে কর্মরত অধিকাংশ আইনজীবীর মধ্যে আতঙ্ক শুরু হয়েছে। ওদিকে চিঠির প্রেরকের সন্ধান করতে গতকাল বিকেলেই পুলিশ, র‍্যাবসহ সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা মাঠে নেমেছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, প্রেরকের নাম ঠিকানা ভুয়া হতে পারে। উল্লেখ্য,

ঝালকাঠিতে দুই বিচারককে হত্যার পরই সুপ্রীম কোর্টে কর্মরত সকল বিচারপতির নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। তাদের প্রত্যেককের ব্যক্তিগত নিরাপত্তায় নিয়োগ করা হয়।

টাগেট পুলিশ ও বিচার বিভাগ

## দেশজুড়ে আরো আত্মঘাতী বোমা হামলা চালাতে মরিয়া জেএমবি

আল্লাহর আইন বাস্তবায়নে দেশজুড়ে আরো 'আত্মঘাতী' বোমা হামলা চালাতে জেএমবির শীর্ষ কমান্ড মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ হামলায় তাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তুই এখন পুলিশ ও বিচার বিভাগ। চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে পৃথক হামলার পর আরো হামলার জন্যে জেএমবির 'আত্মঘাতী' স্ফোয়াডকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে পুলিশ ও গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে। এদিকে হামলার ধরন দেখে পুলিশ ও গোয়েন্দারা চরমভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জঙ্গি হামলা প্রতিরোধে গতকাল পুনরায় পুলিশ, র‍্যাবসহ গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

জানা গেছে, ১৭ আগস্ট দেশজুড়ে বোমা হামলার ঘটনায় জেএমবির শীর্ষ নেতা শায়খ আব্দুর রহমান ও জাফর মুসলিম জনতার বাংলা ভাইয়ের বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় মামলা হয়েছে। এসব মামলার অধিকাংশেরই তদন্ত শেষ পর্যায়ে। বেশ কয়েকটি মামলায় ওই দুই শীর্ষ নেতাকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এসব মামলার বিচার কাজ দ্রুত শেষ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খুব শিঘ্রই বেশ কয়েকটি মামলার বিচার কাজ শেষ হবে এবং এসব মামলায় সাজা অনিবার্য। যে কারণে এসব বিষয় অনুধাবন করেই জেএমবির হাই কমান্ড বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্টদের টাগেট করেছে। ইতোমধ্যে তারা ঝালকাঠিতে দুই বিচারককে হত্যা করেছে। আরো বেশ কয়েকটি জেলায় হত্যার পরিকল্পনা করেও ব্যর্থ হয়।

গোয়েন্দা সূত্রগুলো বলেছে, ১৭ আগস্ট দেশজুড়ে সংঘটিত বোমা হামলার



ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাগুলোর বিচার কাজ শেষ হওয়ার আগেই জেএমবি দেশের পট পরিবর্তন করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নেই তারা গরীব অসহায় যুবকদের দিয়ে 'আত্মঘাতী' স্কোয়াড গঠন করেছে। এ স্কোয়াডের সদস্যদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যারা নিজের জীবন উৎসর্গ করে হলেও নেতার নির্দেশ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় জেএমবির 'আত্মঘাতী' স্কোয়াডের সহশ্রাধিক সদস্যকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছে বলে পুলিশ ও গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে।

গোয়েন্দারা বলেছেন, চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে বর্তমানে অনুরূপ হামলা চলছে ইরাকে। প্রতিদিনই সেখানে 'আত্মঘাতী' হামলা চালিয়ে যৌথ বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে ফেলা হচ্ছে। জেএমবি সদস্যরাও ঠিক একই আদলে হামলা চালিয়ে পুলিশ, র‍্যাবসহ সকল মহলকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। আর 'আত্মঘাতী' হামলা প্রতিরোধের মত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ পুলিশের নেই। এর কারণ হিসেবে একজন উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদ সংস্থা এনএনবি'কে জানান, এ ধরনের হামলার ঘটনা পুলিশসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে একেবারেই নতুন। গতকালই প্রথম 'আত্মঘাতী' হামলায় দু'জন পুলিশ সদস্য মারা গেছে। আহত হয়েছে অনেকেই। যে কারণে ঘটনার পর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে দেশের সকল পুলিশ স্টেশনকে 'আত্মঘাতী' হামলা থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পুলিশকে যে কোন পয়েন্টে তল্লাশিকালে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

### ইরানে ভূমিকম্প মৃতের সংখ্যা বাড়ছে

ইরানে শক্তিশালী ভূমিকম্প মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। ভূমিকম্পের সময় মারা যায় ১০ জন আহত হয় আরো ৫০ জন। সরকারি বার্তা সংস্থা জানায়, ঐ দিন স্থানীয় সময় দুপুর ১-৫৩ মিনিটে

ইরানের দক্ষিণ উপকূলে এ ভূমিকম্প ঘটে। রিখটার স্কেলে এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৯ এবং স্থায়িত্ব ছিল ১০-১৫ সেকেন্ড। রেডক্রিসেন্টের একজন স্বেচ্ছাসেবক জানান, ভূমিকম্প আক্রান্ত দ্বীপের প্রধান হাসপাতালে রোগী রাখার আর কোন জায়গা নেই। হাসপাতালের করিডোরেও রোগী রাখা হচ্ছে। ভূমিকম্পে আহতদের অধিকাংশেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদের মধ্যে আরো কয়েকজন মারা গেছে। তিনি জানান, এখন আমাদের আরো বেশি কমল ও তাঁবু দরকার। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলা হয়, ভূমিকম্পের কেন্দ্রটি ছিল হবমুগজান প্রদেশে এবং তা আঘাত হানে কাশেমে। কাশেম হলো ইরানের দক্ষিণ হরমুগজান প্রদেশের মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল। এখানে লোকসংখ্যা প্রায় ১,২০,০০০ জন।

### জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্ববাসীর জন্য

#### উদ্বেগের কারণ

পরিবেশ ও বনমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম বলেছেন, জলবায়ুর পরিবর্তনের বিষয়টি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনকারী গ্রিন হাউজ নিঃসরণ কমাতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় কাজ করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশে ব্রিটেনের ডেপুটি হাইকমিশনার স্টিফেন ব্রিজেস এর সাথে ক্লাইমেট চেঞ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে জনসচেতনতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক আলোচনাকালে এ আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ক্লাইমেট চেঞ্জ সংক্রান্ত ক্রিয়োটো প্রটোকলকে একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন উন্নত দেশগুলো সিংহভাগ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের জন্য দায়ী হলেও দু'একটি উন্নত দেশ এ প্রটোকল অনুমোদন না করায় প্রটোকলের সফল বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

পরিবেশ ও বনমন্ত্রী পরিবেশ দূষণরোধে জাতীয় পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরে বলেন পরিবেশ দূষণমুক্ত বাসযোগ্য পৃথিবীর

জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব জাফর আহমেদ চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

### একটি মহল লাশকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে

জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজ কল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেছেন, দেশপ্রেমিক নাগরিকের দায়িত্ব হচ্ছে প্রকৃত বোমাবাজদের চিহ্নিত করে তাদের ধরিয়ে দেয়ার কাজে সহযোগিতা করা। কিন্তু একটি মহল মানুষের লাশ ও রক্তকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা বোমাবাজদের বিরুদ্ধে কথা না বলে সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। গাজীপুর ও চট্টগ্রামে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহতদের আত্মার মাগফিরাত এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য ও এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেছেন, বিচারপতিরা সংবিধান ও আইন অনুযায়ী বিচার পরিচালনা করে থাকেন। আদালতের উপর এই হামলা বা আঘাত মূলত দেশের সংবিধানের উপর আঘাত করার শামিল। এরা দেশ, জাতি, গণতন্ত্র, ইসলাম ও মানবতার শত্রু। এ বোমাবাজদের প্রতিহত করতে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে তিনি এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মন্ত্রী ঢাকা মহানগরী জামায়াতের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে আয়োজিত গাজীপুর ও চট্টগ্রামের বোমা মেরে মানুষ হত্যাসহ দেশবিরোধী সকল ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মিছিলপূর্ব্ব এক বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর রফিকুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রতিবাদ সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন, জামায়াতের সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যাপক তাসনীম আলম ও এডভোকেট জসীম উদ্দীন সরকার।



অতঃপর আল্লাহ তা'আলার অশেষ রাহ্মাতে বাংলাদেশের অগণিত ভক্তবৃন্দের  
আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ রিজাল শাস্ত্রবিদ

**আল্লামা শাইখ আবু মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)**

**কর্তৃক লিখিত ও অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হলো :**

- ০১। আম্মাপারার তরজমা ও ভাষ্য (তাফসীর)
- ০২। রাসূলুল্লাহর (সা.) সালাত এবং আকীদা ও যরুরী সহীহ মাসআলা
- ০৩। আর রিসালাতুস সানিয়াহ-নামায ও উহার অপরিহার্য করণীয় (অনূদিত)  
[ মূল : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) ]
- ০৪। হাজ্জ উমরাহ ও যিয়ারাত (অনূদিত) [ মূল : শাইখ আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.) ]
- ০৫। ফিরকাবন্দীর মূল উৎস
- ০৬। মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দু : তাওহীদের তত্ত্ব ও সুন্নাহর গুরুত্ব
- ০৭। মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়
- ০৮। হাকীকাতুস সালাত (ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার ক্বিরাআত)
- ০৯। ইসলাম ও তাসাওউফ
- ১০। কিতাবুদ দু'আ ও সহীহ নামায শিক্ষা
- ১১। খুতবাতুত তাওহীদ ওয়াস সুন্নাহ
- ১২। হাদীসে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান
- ১৩। সূরা মুল্ক-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা
- ১৪। ইসলাম ও অর্থনীতি সমস্যার সমাধান

ইনশাআল্লাহ অতি দ্রুততম  
সময়ের মধ্যে লেখকের অন্যান্য গ্রন্থগুলো  
আরো আকর্ষণীয় আকারে  
প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

উন্নত মানের ছাপা, কাগজ ও আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে এবং সুলভ মূল্যে এখন পাওয়া যাচ্ছে  
আপনার কপিগুলো আজই সংগ্রহ করে নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে আরও সম্প্রসারিত করুন।

এছাড়াও আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ সংকলিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত বই : আমরা কেন আহলে হাদীস?

-ঃ প্রাপ্তিস্থান :-

- |  |   |
|--|---|
| ১। তাওহীদ পাবলিকেশন্স<br>৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা<br>ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১৭১-৬৪৬৩৯৬               | ২। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস<br>১৭৬, নবাবপুর রোড, ঢাকা<br>ফোন : ৯৫৬৬৭০৫     |
| ৩। আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা<br>২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা<br>ফোন : ৭১৬৫১৬৬  | ৪। আল-মদীনা বুক স্টোর<br>বড় বাজার, মেহেরপুর<br>ফোন : ০৭৯১-৬২৮৯১, ০১৭২-৮৮৯৯৮০ |
| ৫। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ<br>২০৬/এ, পশ্চিম ধানমণ্ডি, রোড # ১৯ (পুরাতন), ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৮১২৫৮৮৮, ০১৭৫-০৩৫১০৭ |   |





# সৃষ্টি শিক্ষা পরিবার

বাংলাদেশের ৫৮টি জেলায় সৃষ্টির শিক্ষাসেবা বিস্তৃত

সাফল্যের

১৩

বছর

## সৃষ্টির মূল প্রকল্পসমূহ

- সৃষ্টি কলেজ অব টাঙ্গাইল
- সৃষ্টি একাডেমিক স্কুল
- সৃষ্টি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
- সৃষ্টি কলেজ একাডেমি
- সৃষ্টি কোচিং সেন্টার
- সৃষ্টি ক্যাডেট কোচিং
- সৃষ্টি জুনিয়र्स, টাঙ্গাইল



### সৃষ্টির ৭ ব্যবস্থাক্ষেত্রের মেরা মাফল্যসমূহ :

- এইচ. এস. সি (প্রতিষ্ঠার ১ম বছরেই) :  
৩ জনের জিপিএ ৫.০০ (এ+), ৬৪ জনের এ গ্রেড।
- এস. এস. সি (১২ বছরের ফলাফল) :  
১৬১ জনের জিপিএ ৫.০০ (এ+), ৯৪৯ জনের এ গ্রেড, ১০ জনের বোর্ডস্ট্যান্ড, ৫১৫ জনের স্টারমার্কস।
- জুনিয়র বৃত্তি (৯ বছরের ফলাফল) :  
১২৬ জনের ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি এবং ২৮৬ জনের সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি।
- প্রাইমারি বৃত্তি (৫ বছরের ফলাফল) :  
৭১ জনের ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি এবং ১১৭ জনের সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি।
- ক্যাডেট কোচিং (প্রতিষ্ঠার ১ম বছরেই) :  
ক্যাডেট কলেজে চান্স পেয়েছে ১০ জন।

প্রশাসনিক ভবনসমূহঃ সুপারি বাগান রোড, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল।  
ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল। পলাশতলী টাঙ্গাইল।  
ফোনঃ ০৯২১-৬১২৯৫, ৬২৭১৪, ৬২২৮৫, ৬১২৯৪, ৫৫৩৮০, ৬২৮৭০, ৫৫১৩৫  
মোবাইলঃ ০১৭২-২৫২৪৬৩, ০১৭১-২২১৭৬৫, ০১৭২-৫২৯৩২২, ০১৭২-১৮৩০০০,  
০১৭১-৪৬৯০১৪, ০১৭২-২৯৭২১৫, ০১৭২-১৪৩০৪৬  
www.sristyporibartangail.edu.com

সাফল্যের বার্তা নিয়ে  
সৃষ্টি আসছে ঢাকার উত্তরায়

## সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল

নামে...

### Wait & See - 2006

এম.এ. বারীর পক্ষে এ.কে.এম. শামসুল আলম কর্তৃক আল-হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ  
৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত